আই ডি এফ পরিক্রমা

বর্ষ-২২ | সংখ্যা-২| ইস্যু-৪১ | জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯

সূচিপত্র

আইডিএফ স্কুল ও কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন	২-৩
স্কুল সংবাদ	৪
স্বাস্থ্য কর্মসূচি	৫
কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	৬-৭
সমৃদ্ধি কর্মসূচি	৮-৯
সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি	১০
হালদা নদী সংবাদ	১১
প্রচ্ছদ কাহিনী	
রেড চিটাগাং ক্যাটেল	১২-১৩
স্মৃতিকথা	
কর্মশালা আয়োজনের অভিজ্ঞতা	১৪-১৫
স্বল্প পুঁজির শক্তি	
মনোহরদীর সিংগুয়া কেন্দ্র	১৬-১৯
সেমিনার/পরিদর্শন	২০-২১
প্রবীণ কর্মসূচি	২২
পুস্তক সংবাদ	
এইসব অনুভব	২৩
এক নজরে কিছু কার্যক্রম	২৪

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা : ফজলুল বারি

সম্পাদক : জহিরুল আলম

সদস্য : মো: শামীম উদ দোহা
শাম্মী মার্জিয়া
সম্পা সাহা
মৌসুমী চাকমা
মো: খালেদ হোসেন

প্রচ্ছদ

মো: নাজমুল ইসলাম রুদ্র

> “দুর্গম পাহাড়ী জনপদে ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় দারিদ্র বিমোচনের সংগ্রামে আমরা অবিচল”

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

আইডিএফ স্কুল এন্ড কলেজ এর নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

গত ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং তারিখে আইডিএফ কর্তৃক পরিচালিত "আইডিএফ স্কুল এন্ড কলেজ" এর নতুন ভবন নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া পৌরসভার আওতাভুক্ত দুল্লভের পাড়ায় অবস্থিত বর্তমান স্কুল প্রাঙ্গনে এ অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে "টেকসই উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়" শীর্ষক একটি আলোচনা সভারও ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মূখ্যসচিব জনাব মোঃ আবদুল করিম সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাতকানিয়া লোহাগাড়া উপজেলার মাননীয় সংসদ সদস্য প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন নদভী, এমপি। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোবারক হোসেন, সিডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, দিশা (কুষ্টিয়া) এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ রবিউল উসলাম, সাতকানিয়া পৌরসভার মেয়র জনাব মোহাম্মদ জুবায়ের ও সাতকানিয়া সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মো নেজামুদ্দীন এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

এ উপলক্ষ্যে ঐদিন স্কুল প্রাঙ্গনে আইডিএফ এর বিভিন্ন কর্মযজ্ঞ নিয়ে একটি জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এতে আইডিএফ এর বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমকে ভিত্তি করে নানা ধরণের স্টল সাজানো হয়। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কৃষি, স্বাস্থ্য, সোলার, মৎস্য, প্রাণীজ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড। প্রত্যেকটি কর্মকান্ডে আইডিএফ যে সকল সেবা প্রদান করছে তা দৃষ্টিসম্পন্ন করে প্রত্যেকটি স্টলে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। অনেক ধরণের প্লেকার্ড, পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে সকল প্রকল্পের উদ্দেশ্য, সেবা প্রদানের মাধ্যম, উপকারিতা ইত্যাদি ব্যাখা করে প্রতিটি স্টলে প্রদর্শন করা হয়।

মাননীয় অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠানস্থলে এসে পৌঁছালে সমগ্র স্টল ঘুরে ঘুরে দেখেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ নিজ নিজ কর্মসূচি ব্যাখা করে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। অতিথিবৃন্দ আগ্রহ নিয়ে তা শোনেন। পরে প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে তার ফলক উন্মোচন করেন। অতিথিবৃন্দ পরবর্তীতে আলোচনা সভায় এসে পৌঁছালে আইডিএফ স্কুল এন্ড কলেজ এর পরিচালনা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর শহীদুল আমীন চৌধুরীর সঞ্চালনায় আলোচনা সভার কাজ শুরু হয়। সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইডিএফ এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। তিনি প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, অন্যান্য অতিথি এবং এলাকাবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ স্কুল এন্ড কলেজে রূপান্তর করে এটিকে একটি আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আইডিএফ এটির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। এজন্যই আজকে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন, এখানে নীতি নৈতিকতা থেকে কারিগরী ও আধুনিক প্রযুক্তির উপর ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করার সুযোগ থাকবে।

তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এই প্রতিষ্ঠান থেকে ভবিষ্যতে দক্ষ ও কর্মঠ জনশক্তি তৈরী করা হবে। নতুন ভবনের কাজ দ্রুততম সময়ে শুরু হবে বলে জানান সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। আইডিএফ স্কুল এন্ড কলেজটি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বহুমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন তিনি।

প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি তাঁর বক্তব্যে বলেন বর্তমান সরকারের সকল কাজের মূল টার্গেট হল গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং সরকারের এই বিশাল কার্যক্রম এর সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হল শিক্ষা। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষা বিস্তারে আইডিএফ এর সকল কার্যক্রম ও উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানান। তিনি এ এলাকায় মানসম্মত ও কর্মসংস্থানের জন্য যুগোপযোগী উপযুক্ত শিক্ষা প্রসারের জন্য আইডিএফকে সব ধরণের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

স্কুলটির গোড়ার কথা

এই স্কুলটি ২০০০ সালে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়াস্থ "দুল্লভের পাড়া আরকানিয়া ইসলামিক একাডেমী" নামে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় এটি পরিচালিত হয়ে আসছিল। আইডিএফ তার শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় এটিকে ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে সম্পৃক্ত করে এবং এর নামকরণ করে আইডিএফ স্কুল এন্ড কলেজ। ২০১৬ সাল পর্যন্ত স্কুলটিতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করা হতো।

বর্তমানে নার্সারী থেক ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত চালু রয়েছে। স্কুলটি দ্বিতল ভবন। নয়টি কক্ষে পাঠদান কার্যক্রম চালু রয়েছে। এর মধ্যে একটি অফিস কক্ষ ও একটি কম্পিউটার ল্যাব। ল্যাবে বর্তমানে ৩ টি কম্পিউটার রয়েছে। স্কুল

ভবনটির জমির পরিমাণ ৩০ শতক। তবে মোট এক একর জায়গা স্কুলের নামে রেজিস্ট্রেশন করার ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

স্কুলে বর্তমানে একজন এম.এ এম.এড প্রধান শিক্ষক এবং ৮ জন সহকারী শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। শিক্ষকগণ অত্যন্ত আন্তরিকতা ও

নিষ্ঠার সাথে পাঠদান করে থাকেন। শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রতি বছর দু'টি আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে স্কুলটিতে নার্সারী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০৫ জন। বছরের প্রথম দিনই শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের পাশের হার শতভাগ। ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা এবং ৮ম শ্রেণীর জেএসসি পরীক্ষায় স্কুলের ফলাফল ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করে চলেছে। স্কুলে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নামমাত্র ১০০ টাকা হারে মাসিক বেতন নেওয়া হয়। তার মধ্যে অর্ধেক শিক্ষার্থী আইডিএফ এর শিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে বিনা বেতনে অধ্যয়ন করে।

জুলাই- ডিসেম্বর ২০১৯ সময়ে আইডিএফ স্কুল এন্ড কলেজে অনুষ্ঠিত কয়েকটি কর্মসূচি

জাতীয় শোক দিবস পালন

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকীতে ১৫ আগস্ট, ২০১৯ ইং বৃহস্পতিবার আইডিএফ স্কুল এন্ড কলেজ এর হলরুমে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আইডিএফ স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: বদিউর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ও সহকারী শিক্ষকবৃন্দ আলোচনায় স্বাধিকার আন্দোলনে অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। শেষে বঙ্গবন্ধুর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন স্কুল পরিচালনা পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ হামিদ হোসাইন।

মা সমাবেশ

বিশেষ কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে গত ৮ই আগস্ট ২০১৯ তারিখে আইডিএফ স্কুল এন্ড কলেজে "মা সমাবেশ" এর আয়োজন করা হয়। এতে স্কুলের সকল ছাএছাএীদের মা কে আমন্ত্রণ জানানো হয়। মাদের সংগে কিছু বাবা অভিভাবকও যোগদান করেন। সমাবেশে ২য় সমাপনী পরীক্ষা, ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা এবং জেএসসি পরীক্ষা প্রস্তুতি বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং মা দের অবহিত করা হয়। এ ছাড়াও ডেঙ্গুর ভয়াবহতা ও সচেতনতা বিষয়ে আলোচনা করেন ডা: তৌহিদুল ইসলাম। পদ্মা সেতুতে মাথা লাগার গুজব সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়। স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ আলোচনায় অংশ নেন। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন আইডিএফ স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক জনাব বদিউর রহমান।

বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশ করতে যারা সম্পাদনা পরিষদকে বিভিন্নভাবে লেখা এবং ছবি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে, বিশেষ করে ডা. মুক্তা খানম, বদিউর রহমান, মাকসুদুর রহমান, আসমা সাদেকা সাবাহ, মোশফেকা হোসেন নাম্মী, সজিব হোসেন, মাহমুদুল হাসান ও মুসলেহ উদ্দীনকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

বিজয় দিবস উদযাপন

১৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ সোমবার মহান বিজয় দিবসে আইডিএফ স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুক্ত বিষয়ক রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পরে আলোচনা সভায় আইডিএফ স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: বদিউর রহমান সভাপতিত্ব করেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব বাহারুল ঈমান চৌধুরী, আরো উপস্থিত ছিলেন ডা. আবদুল বারী, সাতকানিয়া সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়ক জনাব মোসলেহ উদ্দিন ও শিক্ষকবৃন্দ। আলোচনা সভা শেষে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখার জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব বাহারুল ঈমান চৌধুরীকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। পরে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন প্রধান শিক্ষক মহোদয়।

স্বাস্থ্য কর্মসূচি

স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে স্ট্যাটিক এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা এবং আইডিএফ পরিচালিত তিনটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের (চাঁন্দগাও, হালিশহর ও সাতকানিয়া) মাধ্যমে রোগীদেরকে আউটডোর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। এছাড়াও প্রকল্পের বিভিন্ন এলাকায় শাখা অফিসসমূহের সহায়তায় স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। এতে এ সকল বিষয়ের উপর রোগীদেরকে সচেতন করা হয় এবং বিষয়ভিত্তিক সেবা প্রদান করাসহ বিনামূল্যে ঔষধও বিতরণ করা হয়। ২০১৯ সালের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে স্বাস্থ্য কর্মসূচির কিছু কার্যক্রম এখানে তুলে ধরা হলো।

টেলিমেডিসিন সেবা কার্যক্রম

আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত টেলিমেডিসিন সেবা কার্যক্রম ২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সংস্থার মাননীয় নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এ সময় বান্দরবান সুয়ালক এ অবস্থিত আইডিএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্যকেন্দ্র হতে সংযুক্ত হওয়া বিভিন্ন রোগী টেলিকনফারেন্স এর মাধ্যমে আইডিএফ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, চাঁন্দগাও আবাসিক, চট্টগ্রাম হতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করে। এসময় চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির কো-অর্ডিনেটর ডা. মুক্তা খানম এবং মেডিকেল অফিসার ডা. শফিকুজ্জামান। আইডিএফ আইটিএস বিভাগ এই টেলিমেডিসিন সেবাকার্যক্রম পরিচালনার জন্য যাবতীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে। উল্লেখ্য টেলিমেডিসিন সেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে দূরবর্তী প্রত্যন্ত এলাকার রোগীরা বাড়ির কাছাকাছি আইডিএফ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র হতে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে শহরে অবস্থিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছ থেকে অতিদ্রুত চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করতে পারবে।

রাঙ্গামাটি এরিয়াধীন ডায়াবেটিক ও মেডিসিন স্বাস্থ্য ক্যাম্প

আইডিএফ বনরূপা শাখা, রাঙ্গামাটি এরিয়া কর্তৃক শান্তিনগর এলাকায় ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ডায়াবেটিক ও মেডিসিন বিষয়ে স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও বিনামূল্যে ৯৫ জন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও ঔষধ বিতরণ করা হয়। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার জনাব মোঃ মহসিন মাসুদ, রাঙ্গামাটি শাখার শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ দেলোয়ার হোসেন, বনরূপা শাখার শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ সবুজ। উক্ত ক্যাম্পে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন রাঙ্গামাটি ডায়াবেটিক হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা: সমর সেন ত্রিপুরা।

নাটোর এরিয়ায় ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প

আইডিএফ নাটোর এরিয়াধীন শেরপুর শাখার উদ্যোগে ২৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখে চৌবাড়িয়া এলাকার ১০৯/ম, ১১০/ম, ১১/ম কেন্দ্রে ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণের আয়োজন করা হয়। উক্ত চিকিৎসা ক্যাম্পে ২২৬ জনকে চিকিৎসা প্রদান ও ঔষধ বিতরণ করা হয়। উক্ত চিকিৎসা ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন নাটোর এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার মোঃ শফিকুল ইসলাম ও শেরপুর শাখার শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ হাসান রেজা এবং শাখার সকল সহকর্মীবৃন্দ। চিকিৎসা প্রদান করেন আইডিএফ নাটোর শাখার মেডিকেল অ্যাসিসট্যান্ট মোঃ রবিউল ইসলাম ও বড়াইগ্রাম শাখার মেডিকেল অ্যাসিসট্যান্ট মোঃ রুহুল আমিন।

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

আইডিএফ এর কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ উল্লেখিত তিনটি বিষয়ের উপরই ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে সারা বছর। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নতুন জাত প্রবর্তন, আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, সদস্যদের প্রয়োজনীয় উপকরণ, প্রদর্শনী খামার আয়োজন, মাঠ দিবস পালন, কর্মশালা অনুষ্ঠান, পোস্টার/লিফলেট বিতরণ, বিলবোর্ড স্থাপন ইত্যাদি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান আর একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। গত জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯ সময়ে পরিচালিত কার্যক্রমের কিছু চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো।

বিষমুক্ত ফসল উৎপাদনে ট্রাইকো-কম্পোস্ট

"ট্রাইকো-কম্পোস্ট" একটি দ্বৈত সুবিধাযুক্ত প্রযুক্তি যার মাধ্যমে একসাথে সার ও বালাইনাশক দুটোই পাওয়া যায়। অর্থাৎ এটা ব্যবহার করলে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের কোন প্রয়োজন হয় না। যে কারণে এ সারের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। স্বাবলম্বী হওয়া আইডিএফ সদস্যা সালমা আক্তার জানান, এই সার বসতবাড়িতে খুব সহজেই তৈরী করা যায়। তেমন কোন খরচও নেই। এর উপকারিতাও অনেক। ছবিতে সালমা আক্তারকে ট্রাইকো কম্পোস্ট সার তৈরীতে ব্যস্ত থাকতে দেখা যাচ্ছে।

হোম গার্ডেন

জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৯ সময়ে রাজশাহী, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ এরিয়ায় ১৫ টি মডেল হোম গার্ডেন ও ২৫ টি সাধারণ হোম গার্ডেন তৈরী করা হয়। প্রতিটি হোম গার্ডেনে ৪ টি বেড, ২ টি মাচা এবং বেড়ায় বিভিন্ন ধরণের মৌসুমভিত্তিক শাকসবজি উৎপাদনের লক্ষ্যে সদস্যদেরকে হাতে কলমে চারা ও সবজি রোপনের কৌশল শেখানো হয়। এই কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিল আইডিএফ এর সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব মো. খালেদ হোসেন ও অন্যান্য কৃষি কর্মীগণ।

ফ্রুট ব্যাগিং পদ্ধতিতে কলা চাষ

ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তিতে কলাচাষে সরকারহাট শাখার আইডিএফ সদস্য "শিল্পী রাণী" এক অনন্য নাম। পরিবেশবান্ধব ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তিটি বাংলাদেশে একটি নতুন ও সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি যার মাধ্যমে উৎপাদিত ফল বিশেষত আম, পেয়ারা, ডালিম, কলা, কাঁঠাল নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও রপ্তানি উপযোগী। শিল্পী রাণীর কলাবাগানে কীটনাশকের ব্যবহার ছাড়াই শতভাগ রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণমুক্ত কলা উৎপাদনের জন্য ফ্রুট ব্যাগিং পদ্ধতি বর্তমানে সরকারহাট এলাকাতে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। পোকামাকড়মুক্ত কলা চাষের জন্য আগে প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহার করার প্রয়োজন হতো। কিন্তু এই পদ্ধতিতে কীটনাশক ব্যবহার করতে হচ্ছে না। যার কারণে বিষমুক্ত কলা উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে এবং কৃষকদের উৎপাদন খরচও কমে যাচ্ছে।

প্রাণি সম্পদের টিকাদান কর্মসূচি

জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৯ সময়ে আইডিএফ কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের আয়োজনে এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সহযোগিতায় রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন শাখায় ৪৫ টি ভ্যাকসিন ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পসমূহে ৪,৪৯২ টি গরু ও মহিষ এর তড়কা, ৪৭১৭ টি ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর, ২০০ টি গরু ও মহিষকে গলাফুলা এবং ১১০ টি গাভী ও গরুকে ক্ষুরারোগ এর মোট ৯,৫১৯ টি ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়।

কুচিয়া চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বসতবাড়ির আঙ্গিনায় কুচিয়ার খামার গড়ে তুলে কুচিয়া প্রজাতিকে সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করার উদ্দেশ্যে আগ্রহী সদস্যদের নিয়ে ৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখ থেকে আইডিএফ সমৃদ্ধি কার্যালয়, সুয়ালক, বান্দরবান এ ২৫ জন সদস্যকে নিয়ে দুই দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা জনাব মোঃ রিয়াজউদ্দীন এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ আইডিএফ এর অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। উল্লেখ্য "কুচিয়া মাছ চাষে অর্থ-পুষ্টি দুই-ই আসে" এ প্রতিপাদ্যটিকে সামনে রেখে দুর্গম পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাহাড়ি দরিদ্র জনগোষ্ঠী গড়ে তুলেছেন কুচিয়া মোটাতাজাকরণের বেশ কিছু খামার ।

পাহাড়ে ভেড়া পালন

দুর্গম পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মাঝে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির আলো ছড়িয়ে দিতে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে আইডিএফ। KGF এবং CVASU এর সাথে সমন্বয় করে "উন্নত পালন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পাহাড়ি অঞ্চলে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজন ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ প্রকল্প" শীর্ষক উদ্যোগের আওতায় আইডিএফ সদস্যাদের মাঝে নতুন নতুন প্রযুক্তি (ভেড়া পালন, পাহাড়ী ব্রিডার মুরগী পালন এবং নেপিয়ার ঘাসের চাষ) প্রদান করে স্থিতিশীল উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্যপুষ্টির চাহিদা পূরণসহ বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে যাচ্ছে। সফলতার আলোয় আলোর মুখ দেখছেন পানছড়ির ভেড়া খামারী ছেনোয়ারা বেগম।

দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ

"মাছেভাতে বাঙালী" জাতিগতভাবে আমাদের অন্যতম একটা পরিচয়। এ পরিচয় প্রায় হারিয়ে গেলেও পিকেএসএফ ও আইডিএফ এর সার্বিক সহযোগিতায় বান্দরবান জেলার নাইক্ষাংছড়ি উপজেলার বাইশারী গ্রামের আসমা আক্তার ও অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের মাঝে ফিরে আসতে শুরু করেছে মলা, ঢেলা ও অন্যান্য পুষ্টিকর দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ। জমিতে অর্গানিক সারের প্রয়োগ, মা মাছ সংরক্ষণ ও অভয়াশ্রম তৈরীর মধ্য দিয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে দেশীয় প্রজাতির মাছ। সাধারণত ছোট, বড়, গভীর, অগভীর সব ধরণের জলাশয় ছোট মাছ চাষের জন্য উপযোগী। অধিক ঘনত্বে এককভাবে চাষ করা যেমন লাভজনক তেমনই আবার রুই জাতীয় মাছের সাথে ছোট মাছের চাষ করাও লাভজনক। ছোট মাছ সারাবছর উৎপাদনশীল। প্রকৃতিক জলজ পরিবেশে নিজে নিজেই বংশবিস্তার করে। পোনা মজুদ করতে হয় না। চাষির শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় হয়। হাস্যোজ্জ্বল আসমা আক্তার তাই ধন্যবাদ জানান আইডিএফ ও পিকেএসএফকে যাদের কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন এই ছোট মাছ চাষের উৎসাহ এবং সহযোগিতা।

টার্কি পালন করে স্বাবলম্বী ওসমান

আইডিএফ এমচরহাট শাখার আদর্শপাড়ার মোঃ ওসমান টার্কি পালন করে এখন স্বাবলম্বী, যার দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে যাচ্ছে সবার কাছে। টার্কি মূলত একটি অনেক বড় আকারের পাখি। বাড়িতে প্রায় ছয় মাস পালন করলে এক একটি টার্কি পাখির স্ত্রী জাতের ওজন হয় প্রায় ৮ থেকে ১০ কেজি এবং পুরুষ জাতের ওজন হয় প্রায় ১৫ থেকে ২০ কেজি। পাখির মাংসের মধ্যে দেখা যায় হাস, মুরগী, কোয়েল, তিতির এর পর টার্কির মাংসের অবস্থান। একে বাড়িতে দেশী মুরগীর মতো করে পালন করা যায়। বর্তমানে টার্কি পালন করে আইডিএফ এর অনেক সদস্য তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা এনেছে। টার্কি পালন করে পরিবারের খাদ্য চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার কদলপুর ইউনিয়ন, সদর উপজেলার সাতকানিয়া ইউনিয়ন, রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার ওয়াগ্গা ইউনিয়ন এবং বান্দরবান জেলার সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়ন-এই চারটি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির কাজে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় এগিয়ে চলছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় মূলত স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এলাকার দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ নিয়ে কাজ চলছে। জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯ সময়ে অনুষ্ঠিত কিছু কার্যক্রমের সংবাদ এখানে তুলে ধরা হলো।

সাতকানিয়া : ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা

সাতকানিয়া সদর ইউনিয়নকে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবার আওতাভুক্ত করার উদ্দেশ্যে এ বছরের শুরুতে আইডিএফ এর স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের জন্য দুই দিনের একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল। এরপর থেকেই ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে সাতকানিয়ার সমৃদ্ধি কর্মসূচির সুবিধাভোগী সদস্যদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ট্যাব ও ডিজিটাল মেশিনের সাহায্যে রোগীদের রক্তে অক্সিজেনের পরিমাপ, ডায়াবেটিস, ব্লাডপ্রেশার পরীক্ষাসহ নানা ধরণের স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হচ্ছে এবং এই সেবার তথ্যসমূহ সার্ভারে সংরক্ষিত করে রাখা হচ্ছে। ছবিতে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠানে সাতকানিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব নেজাম উদ্দীন, আইডিএফ এর উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব নিজাম উদ্দীন এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গসহ, আইডিএফ এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দকে উপস্থিত থাকতে দেখা যাচ্ছে।

ওয়াগ্গা : কেঁচো সার উৎপাদন ও ব্যবহার

উদ্ভিদ ও প্রাণীজ বিভিন্ন প্রকার জৈব বস্তুকে কিছু বিশেষ প্রজাতির কেঁচোর সাহায্যে কম সময়ে জৈব সারে রূপান্তর করাকে কেঁচোসার বা ভার্মিকম্পোস্ট বলে। আইডিএফ ওয়াগ্গা সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সদস্যদের দ্বারা ভার্মিকম্পোস্ট প্ল্যান্ট থেকে সার উৎপাদন করা হয়। উক্ত সার রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসেবে কৃষকগণ ব্যবহার করছেন।

সাতকানিয়া : ভিক্ষুক পুনর্বাসন

ছমুদা খাতুন, ছোটবারদোনা ৫নং ওয়ার্ড, সাতকানিয়া সদর ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা। জায়গা জমি ও আয় রোজগারের ব্যবস্থা না থাকায় ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবন চালাতেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় আইডিএফ সমৃদ্ধি কর্মসুচির ভিক্ষুক পূর্নবাসনের আওতায় ১ লক্ষ টাকা অনুদান গ্রহণ করেন এবং ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। যার কিছুই ছিল না এখন তার পাকা পিলার দিয়ে তৈরী ২রুম বিশিষ্ট থাকার টিনের ঘর, গোয়াল ঘর রয়েছে। মোটাতাজাকরণের জন্য ১টি ষাড়, উন্নত জাতের ছাগল, জাল বুননের সুতাসহ হাস মুরগী পালন করে বর্তমানে জীবন নির্বাহ করছেন। গত ০৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ ছমুদা খাতুন এর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন সরেজমিনে পরিদর্শন করেন পিকেএসএফএর কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাছুম কবির।

ওয়াগ্গা : বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধন

আইডিএফ ওয়াগ্গা সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ ওয়াগ্গা বয়স্ক শিক্ষা কর্যক্রমের উদ্বোধন করেন জনাব এ কে.এম মামুনুর রশিদ, জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি। উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব আশরাফ আহমেদ রাসেল, উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মফিজল হক, কাপ্তাই থানার ওসি জনাব নাছির উদ্দীন, হেড ম্যান বাবু অরুন তালুকদার, ইউপি চেয়ারম্যান বাবু চিরঞ্জিত তনচংগ্যা, উপজেলা পরিষদ ও আইডিএফ এর পদস্থ কর্মকতা এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দ। উক্ত কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে এলাকার প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে সাধারন অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা দান করা। অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

কদলপুর : দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ

কদলপুর সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় "সামাজিক উন্নয়ন ও দায়বদ্ধতা শীর্ষক দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ এর 'সোশ্যাল এডভোকেসি এন্ড নলেজ ডিসসেমিনেশন' এর আওতায় এটি আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটির উদ্বোধন করেন আইডিএফ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অধ্যাপক শহীদুল আমিন চৌধুরী।

কদলপুর : জাতীয় কন্যা শিশু দিবস

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে কদলপুর সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় 'জাতীয় কন্যা শিশু দিবস' উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দিবসটির গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা করা হয়। আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীগণ একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করেন।

সুয়ালক : গাছের চারা এবং কবুতরের ঘর বিতরণ

গত ২০শে আগস্ট ২০১৯ তারিখে সুয়ালক সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়নের ২ নং এবং ৪ নং ওয়ার্ডের সদস্যদের মধ্যে উন্নয়ন সামগ্রী বিতরণের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ৫০ জন সদস্যের প্রত্যেককে ১৪টি করে বিভিন্ন ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ যেমন: পেয়ারা, আমলকি, চায়না কমলা, ডালিম, জাম্বুরা, লেবু, বাসক ইত্যাদি চারা বিতরণ করা হয়। এছাড়াও, ৩০ জন সদস্যকে কবুতর পালনের জন্য ৩০ টি কবুতরের ঘর প্রদান করা হয়।

কদলপুর : বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় গত ২১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে কদলপুর ইউনিয়ন পরিষদে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসার জন্য একটি ক্যাম্প বসানোর আয়োজন করা হয়। চক্ষু চিকিৎসার এই ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন কদলপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব তসলিম উদ্দীন চৌধুরী; ঐদিনের ক্যাম্পে মূলত যে সকল রোগী চোখের ছানি অপারেশন করেছে, তাদের ফলোআপ করা হয়। তাছাড়া চোখের সমস্যা নিয়ে আগত রোগীদেরও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়।

সুয়ালক : কুচিয়া চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বিগত ৭ই আগস্ট ২০১৯ তারিখে সুয়ালক সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় আধুনিক পদ্ধতিতে কুচিয়া চাষ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা বান্দরবান এরিয়া অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। কুচিয়া আমাদের দেশে সাধারণত: অগভীর জলাশয়ে পাওয়া যায়। কুচিয়া ঔষধি গুণাগুণ এবং পুষ্টিমান সম্পন্ন মাছ হওয়ায় এটি প্রায় সকলের কাছেই সমাদৃত, বিশেষ করে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর নিকট সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে জনপ্রিয়। এটিকে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষের মাধ্যমে কিভাবে উৎপাদন বাড়ানো যায়, সে সম্পর্কে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

শিশু কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য গঠন ও বিকাশের জন্য চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলার ১৭ টি উপজেলার ২৮৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইডিএফ "সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া" কর্মসূচির বিভিন্ন অনুষ্ঠান পিকেএসএফ এর সহায়তায় আয়োজন করে আসছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রে-ছাত্রীদের জন্য যে সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করা হচ্ছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও চিন্তা চেতনার বিকাশ, শুদ্ধভাবে ভাষা চর্চা, মূল্যবোধ উন্নয়ন এবং ক্রীড়া কর্মকান্ডসহ বিভিন্ন ধরণের ইভেন্ট। গত জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯ সময়ে অনুষ্ঠিত কিছু কর্মকান্ডের সংবাদ এখানে তুলে ধরা হলো।

স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মশালা

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ কৈশোর কর্মসূচির আওতায় বোয়ালখালী উপজেলার কধুরখীল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বোয়ালখালী উপজেলার পূর্ণচন্দ্র সেন সারোয়ারতলী উচ্চ বিদ্যালয়ে সদস্য ছাত্রছাত্রী নিয়ে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ১৪০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। সেই সাথে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় স্কুলভিত্তিক রচনা, প্রবন্ধ, কুইজ, উপস্থিত বক্তৃতা ও গানের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

কিশোর কিশোরী ক্লাব ও স্কুল ফোরাম গঠন

আইডিএফ পিকেএসএফ এর সমন্বয়ে কৈশোর কর্মসূচির আওতায় আগস্ট-ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ২ টি কিশোরী ক্লাব, ৪ টি কিশোর ক্লাব, ৯ টি স্কুল ফোরামসহ মোট ১৪ টি ক্লাব ও ফোরাম সংগঠিত হয়েছে। এ সকল ক্লাব ও ফোরামে নিয়মিত মাসিক সভা আয়োজিত হয়। এছাড়াও সভার আলোচনা সাপেক্ষে অন্যান্য কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

মিনি ম্যারাথন প্রতিযোগিতা

গত ২৯ অক্টোবর ২০১৯ রাঙ্গামাটি সদরের ৪ টি বিদ্যালয়ের সমন্বয়ে মিনি ম্যারাথন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১০০ জন প্রতিযোগী পুলিশ লাইন হতে প্রতিযোগিতা শুরু করে ২ কি.মি পথ অতিক্রম করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাপ্ত করে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির ফোকাল পার্সন জনাব মহিউদ্দীন চৌধুরী।সংশ্লিষ্ট সংগঠকগণ, স্বেচ্ছাসেবক ও প্যারামেডিক্সগণ এতে অংশগ্রহণ করে।

স্কুলভিত্তিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় পটিয়া উপজেলায় বিগত ২৬ সেপ্টেম্বর-৩ অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত স্কুলভিত্তিক অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৬ টি স্কুলের ১৯২৪ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীতে বিজয়ীদের নিয়ে উপজেলায় চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল দৌড়, অংক ও বিজ্ঞান দৌড়, দড়িলাফ, দেয়ালিকা, দেশাত্ববোধক গান, কবিতা আবৃত্তি, রচনা/প্রবন্ধ, চিত্রাঙ্কন, উপস্থিত বক্তৃতা ও নৃত্য।

শুদ্ধভাবে ভাষা চর্চা বিষয়ক কর্মশালা

২৬ অক্টোবর ২০১৯ রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে এবং ২৮ অক্টোবর, ২০১৯ রাঙ্গামাটির শাহ বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৫৪ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে শুদ্ধাচার, শুদ্ধ উচ্চারণ, কবিতা আবৃত্তি, বিতর্ক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার পর উক্ত বিদ্যালয় দু'টিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান করা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান করা হয়।

দেশের একমাত্রে প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রে হচ্ছে হালদা নদী। এক সময় বড় বড় রুই কাতলা মাছের প্রচুর ডিম পাওয়া যেত এই নদীতে। বিভিন্ন কারণে এটি এখন বিঘ্নিত হচ্ছে। এটি পুনরুদ্ধারের নানা প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে পিকেএসএফ এর সহায়তায় আইডিএফ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে সাথে নিয়ে এ প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন ধরণের কাজ করে যাচ্ছে। জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯ সময়ে সম্পাদিত কিছু কাজের অংশ এখানে তুলে ধরা হল।

চবি ভাইস চ্যান্সেলর এর সাথে সাক্ষাৎ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত "হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরী" এর পরিচালনা কমিটির একটি দল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নব নিযুক্ত ভাইস চ্যান্সেলর ড. শিরিন আখতার এর সাথে গত ২৪শে নভেম্বর ২০১৯ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং ল্যাবরেটরী স্থাপনের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। প্রতিনিধি দলে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আইডিএফ এর উপ নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ নিজাম উদ্দীন, পিকেএসএফ এর PACE প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো: ইরফান আলি, চবি সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ড. দেবাশিস পালিত, ল্যাবরেটরির কো-অর্ডিনেটর ড. মোঃ মনজুরুল কিবরীয়া সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

হালদা পাড়ের তামাক চাষীদের বিকল্প জীবিকায়ন

হালদা নদীর উজানে খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার তিনটি ইউনিয়ন (বাটনাতলী, যোগ্যাচলা ও তিনটহরী) জুড়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় তামাক চাষ হয় যা নদীর পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি। তামাক চাষ বন্ধ এবং বিকল্প ফসল চাষ করতে আগ্রহী ৪২ জন তামাক চাষীকে নিয়ে গত ২৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে ৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ৪২ জন কৃষকের প্রত্যেককে ৩৫ কেজি আলুর বীজ ও ২০ কেজি করে সার বিতরণ করা হয়। মানিকছড়ি উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব তামান্না মাহমুদ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব নাজমুল হোসেন ও সংস্থার যোনাল ম্যানেজার জনাব শাহজাহান সহ প্রকল্পের ফোকাল কর্মকর্তাবৃন্দ এলাকার সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

নদীর দূষণ রোধে আলোচনা সভা

গত ৫ জুলাই ২০১৯ তারিখে হালদা নদীর দুই পাড়ের জনগণকে নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রকল্পে নব নিযুক্ত ১০ জন স্বেচ্ছাসেবক যোগদান করেন। দিনব্যাপী এই আলোচনা সভায় যে সকল বিষয় আলোচিত হয় তা হচ্ছে; ব্রুড (বাবা-মা) মাছের গুরুত্ব ও জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের অবদান এবং যে সকল কারণে হালদা নদীর পানি দূষিত হচ্ছে এবং মাছ চাষের অন্তরায় হয়ে দেখা দিচ্ছে সে সকল বিষয়াদি। অন্যদিকে নদীর পাড়ে অর্গানিক সবজি চাষের গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা করা হয়। অন্য একটি অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবকদের মাঝে কিছু লজিস্টিক সাপোর্ট যেমন রেইনকোট, টর্চলাইট, মোবাইল ফোন বিতরণ করা হয়।

ইফাদ দলের হালদা ল্যাবরেটরি পরিদর্শন

জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা IFAD, সরকারী উন্নয়ন সংস্থা PKSF এবং IDF এর সমন্বিত একটি প্রতিনিধি দল ২৪শে জুলাই ২০১৯ তারিখ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরি পরিদর্শন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. শিরীন আখতার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. শওকত আরা বেগম, ইফাদ প্রতিনিধি মি.জেনস ক্রিসটেসসেন (ডেনমার্ক), মিস ক্রিসটা কেটিং (নেদারল্যান্ড), ফেসটিনা লাবিডা (ইন্দোনেশিয়া), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) জেনারেল ম্যানেজার ড. রফিকুল ইসলাম আকন্দ, আইডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম, আইডিএফ এর সাধারণ পরিষদ সদস্য প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরী, ল্যাব পরিচালনা কমিটির সদস্যসহ সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

‘রেড চিটাগাং ক্যাটেল’ (আরসিসি) একটি দেশীয় গরুর জাত। চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় এটি দেখতে পাওয়া যায়। এ গরুর কিছু বৈশিষ্ট্যগত গুণের কারণে এটি অন্যান্য গরুর চাইতে অনেক দিক দিয়েই এগিয়ে, বিশেষ করে, এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, খাদ্য চাহিদার স্বল্পতা এবং এর মাংস ও দুধের স্বাদ ইত্যাদি বিবেচনায়। বিভিন্ন কারণে এই লাল গরু আজে অপরিকল্পিত প্রজননের ফলে একদিকে এটি মূল বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে পারছে না, অন্যদিকে এটি বিলুপ্তির পথে চলছে। এমন প্রেক্ষাপটে আইডিএফ আরসিসি বিষয়ে বেশ কিছু কাজে হাতে নিয়েছে পিকেএসএফ এর সহায়তায়। এ সকল বিষয় নিয়ে আমাদের এ সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী। এ সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী লিখেছেন এস এম রাজিউর রহমান এবং মৌসুমী চাকমা।

আরসিসি সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে আইডিএফ এর প্রচেষ্টা

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় বিশেষ করে চন্দনাইশ, পটিয়া, আনোয়ারা, রাউজান ও সাতকানিয়া উপজেলায় রেড চিটাগাং ক্যাটল (আরসিসি) এর উৎপত্তিস্থল বলে মনে করা হয়। আরসিসির বৈশিষ্ট্যগত বৈচিত্র্য রয়েছে যা সহজেই আলাদা করা যায়। এর শরীর, শিং, চোখ, ঠোঁট, চোখের ভুরু, ক্ষুর ও লেজের রঙও লাল। তাই এই বিশেষ জাতের গরুকে লাল বা অষ্টমুখী লাল গরু বলে যা স্থানীয়ভাবে চাঁটগাইয়া লাল গরু নামে পরিচিত। আর এই জাতের ষাঁড়কে বলা হয় লাল বিরিষ। চট্টগ্রামের সব অঞ্চলেই এই জাতের গরু কমবেশী দেখা যায়। একটি পূর্ণবয়স্ক লাল গাভীর ওজন হয় ১৫০ থেকে ২০০ কেজি পর্যন্ত এবং ষাড়ের ওজন হয় ৩০০ থেকে ৪৫০ কেজি পর্যন্ত। এর বাণিজ্যিক উৎপাদন খুবই কম। বেশিরভাগ গরু পালিত হয় গৃহস্থ পরিবারগুলোতে।

লাল গরু প্রায় প্রতিবছরই একটি বাচ্চা দেয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যান্য গরুর চেয়ে বেশি হওয়ায় প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার সক্ষমতা বেশী। এর মাংস ও দুধ খুবই সুস্বাদু। গ্রামীণ পরিবেশে কৃষক পর্যায়ে আরসিসি গড়ে দিনে ২.৪৪ ± ০.০৯ লিটার দুধ দিয়ে থাকে। যার সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দুধ উৎপাদন যথাক্রমে ১.২৫ ও ৩.৫ লিটার। তবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরসিসি গবেষণা প্রকল্পে দেখা গেছে সঠিক খাদ্য ও পরিচর্যার মাধ্যমে একজন খামারী একটি গাভী থেকে দৈনিক ৮ লিটার পর্যন্ত দুধ পেয়েছে। আইডিএফ প্রদর্শনী খামারে একটি গাভী থেকে সর্বোচ্চ দৈনিক ৫ লিটার দুধ পাওয়া গেছে। সাধারণত প্রতি বিয়ানে দুধ উৎপাদন কাল গড়ে ২৫৫ দিন পরিলক্ষিত হয়। যার সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দুধ উৎপাদনকাল যথাক্রমে ২১০ ও ৩৩০ দিন। দেশীয় আবহাওয়া ও সাধারণ খাদ্য অর্থাৎ খড় কুটা ও সামান্য দানাদার খাদ্য খাইয়েই এই গরু পালন করা যায়। অন্যান্য গরুর তুলনায় এই গরুর মাংসে চর্বির পরিমাণ অনেক কম। তাই এই জাতের গরুর মাংসের বিশেষ কদর রয়েছে। অল্প খাদ্য খরচে মাংস উৎপাদনের জন্য পারিবারিক পর্যায়ে এই জাতের

গরুর মাংসের খামার গড়ে তোলা সম্ভব। মহিলারা স্বল্প বিনিয়োগে পারিবারিকভাবেই এ গাভীর খামার গড়তে পারে। এছাড়াও প্রতিদিন দুধ পানের মাধ্যমে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ সম্ভব, যা উন্নত মেধাবী জাতি গঠনে সহায়তা করবে।

আরসিসি দেশীয় গরুর জাত হলেও এর জাত সংরক্ষণ, কৌলিকমান উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে এর কার্যকর ব্যবহার কয়েক বছর পূর্বেও সীমিত পর্যায়ে ছিল। আরসিসি একটি দ্বৈত উদ্দেশ্য সম্বলিত (দুধ উৎপাদন ও মোটাতাজাকরণ) প্রাণী হলেও এ যাবৎ গৃহীত কার্যক্রমসমূহে এ জাতের গরুর কেবলমাত্র দুধের উৎপাদনশীলতার বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হত। অথচ এর দৈহিক ওজন বৃদ্ধির হার অনুসারে এটিকে মাংস উৎপাদনকারী জাত হিসেবেও বিবেচনা

করা যায়। আরসিসির গরুর সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে আইডিএফ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের "উদ্ভাবনীমূলক কৃষিজ উদ্যোগ" কর্মসূচির আওতায় ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলায় "রেড চিটাগাং ক্যাটল এর জাত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। তারই ধারাবাহিকতায় লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের দারিদ্র্য বিমোচনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে।

আমাদের দেশে আরসিসি গরুর জাত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আধুনিক পদ্ধতিতে আরসিসি জাতের গরু পালনে খামারীকে উদ্বুদ্ধ করে আরসিসি গরুর জাত সংরক্ষণ, জণগণকে আরসিসি পালন সম্পর্কিত উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রদর্শনী খামার স্থাপন, খামারীদের বিশুদ্ধ জাতের আরসিসি গরু সরবরাহ, গুণগত মানসম্পন্ন আরসিসি গরুর প্যারেন্ট স্টক তৈরী করে সারা দেশে গরুর দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণ করা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আরসিসি লালনপালনে জনগণকে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদান ও পরিশেষে একটি আরসিসি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

গ্রাম পর্যায়ে আরসিসি সম্প্রসারণ

আইডিএফ কর্ম এলাকায় গ্রাম পর্যায়ে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ নিয়ে নিবিড়ভাবে কাজ করার লক্ষ্যে সাতকানিয়া উপজেলার সাতকানিয়া সদর ইউনিয়ন, আমিলাইষ ইউনিয়ন ও পদুয়া ইউনিয়নকে প্রথমে কর্মএলাকা হিসেবে বাছাই করে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়ায় একটি "রেড চিটাগাং ক্যাটল" প্রদর্শনী খামার স্থাপন করে। পরবর্তীতে ধোপাছড়ি, এমচরহাট, চন্দনাইশ, রওশনহাট, বোয়ালখালী ও বাঁশখালী উপজেলাকেও কর্মএলাকার অন্তর্ভূক্ত করা হয়। দুই বছর মেয়াদী উক্ত কর্মসূচির উপকারভোগীর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮০০ জন। উক্ত মেয়াদে প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণসহ আরসিসি গরুর জাত সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত হওয়ায় পরবর্তীতে প্রকল্পটি সম্প্রসারণ করা হয় এবং বর্তমানেও এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সাতকানিয়ায় সংস্থা পর্যায়ে ৪২ টি গরু নিয়ে একটি প্রদর্শনী খামার গড়ে তোলা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে আরসিসি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি বিষয়ক কিছু সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সংস্থার ৩২৭ জন সদস্যাকে ঋণের মাধ্যমে আরসিসি গাভী বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিশুদ্ধজাত সম্প্রসারণ এবং সংরক্ষণের লক্ষ্যে সাতকানিয়ায় আরসিসি প্রজনন কেন্দ্র (বুল সেন্টার) স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রাকৃতিক প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমানে বিভিন্ন জাতের গরুর খামার গড়ে উঠলেও দেশীয় জাতের এই লাল গরু আজ বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। এই লাল গরু (আরসিসি) বাংলাদেশের একটি মূল্যবান জেনেটিক রিসোর্স হওয়া সত্ত্বেও অপরিকল্পিত প্রজননের ফলে জাতটিতে অন্য জাতের বৈশিষ্ট্যের অনুপ্রবেশ ঘটছে। উচ্চমাত্রার শংকরীকরণের কারণে এই গরুর স্বকীয়তা তথা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্তি ঘটছে। তাই এটিকে রক্ষা করা ও সঠিক প্রজননের মাধ্যমে এর বিস্তার ঘটানো প্রয়োজন। পরিকল্পিত প্রজনন পদ্ধতি অনুসরণ করে এ জাতটি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হলে এ জাতের ষাঁড় থেকে সিমেন সংগ্রহ করে তরল নাইট্রোজেনে সংরক্ষণ করে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরি। গ্রামীণ জনপদে আরসিসি সম্পর্কে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনীসহ যাবতীয় সেবা প্রদান করা সম্ভব হলে দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এই প্রজাতির গরুটি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। অধিকন্তু টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) পূরণেও আরসিসি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আরসিসি গরু বিতরণ

সাতকানিয়া ইউনিয়নের দুল্লভের পাড়ায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে লাল গরু (RCC) এর খামার। এই খামারটিতে লাল গরুর জাত উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণের কাজ এগিয়ে চলছে। খামার হতে এ পর্যন্ত ৪৪৫ টি গাভীকে আরসিসি ষাড় দ্বারা প্রজনন করানো হয়েছে। বর্তমানে ৫ টি শাখায় সদস্য পর্যায়ে ৫ টি বুল (Bull) সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। আইডিএফ সাতকানিয়া এরিয়ার ৫ টি শাখা থেকে ৩১৮ টি আরসিসি গরু সহজ শর্তে ঋণের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে। গত ২৭ শে অক্টোবর ২০১৯ তারিখে সাতকানিয়া শাখায় বিতরণের একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কাজী খলিকুজ্জমান আহমেদ। সাতকানিয়া শাখার ৫৭ নং কেন্দ্রের সদস্যা লিপিকা নাথকে গরু বিতরণের সময় মাননীয় চেয়ারম্যানের সঙ্গে আরও উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম, আইডিএফ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অধ্যক্ষ রেজাউল কবির ও অধ্যাপক শহীদুল আমিন চৌধুরী এবং সাতকানিয়া শাখার শাখা ব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

সেই ১৯৯৩ সালে বান্দরবানের সুয়ালক থেকে আইডিএফ এর যাত্রা শুরু। অনেক চড়াই-উৎড়াই পার হয়ে বিরামহীন গতিতে এগিয়ে চলছে আইডিএফ এর কর্মকান্ড। গ্রামীণ দরিদ্রদের স্বল্প পুঁজি সরবরাহ করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টায় পরবর্তীতে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক উদ্যোগ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, সৌরবিদ্যুৎ, অবকাঠামো উন্নয়নসহ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক জগতকে ঘিরে নানা ধরণের প্রয়াস নিচ্ছে আইডিএফ। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এতকিছু কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে শত শত নিবেদিত প্রাণকর্মী। অনেক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এগুচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। এ সকল অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষদর্শী এবং সাক্ষী যারা এ প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন কিংবা অতীতেও করেছেন। এ সকল অভিজ্ঞতার কথা, অনুভবের কথা কেউ যদি লিখেন, তাহলে আমরা তা প্রকাশ করব এই সিরিজে। নব্বই এর দশকে প্রথম কর্মশালা আয়োজনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আজকের লেখাটি লিখেন আমাদের পুরনো সহকর্মী আবদুল আজিজ।

আইডিএফ এর উদ্যোগে পার্বত্য আলীকদম উপজেলায় প্রথম ওয়াটার ও স্যানিটেশন বিষয়ক কর্মশালার অভিজ্ঞতা

আবদুল আজিজ

আইডিএফ পথ চলা শুরু করে বান্দরবান পার্বত্য জেলার সদর থানার সূয়ালক এলাকা থেকে। এ এলাকাটি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার সীমান্ত সংলগ্ন। পাহাড়ী বামপন্থীদের মিলনকেন্দ্র বলা যায়। এ এলাকায় কাজ করতে গিয়ে আমাদের মাননীয় নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম দেখেন এ এলাকাবাসীর ৯৫% মানুষ মৌলিক চাহিদা বঞ্চিত। তাদের নেই পর্যাপ্ত খাবার, নেই থাকার মতো ঘর, নেই বস্ত্র, নেই শিক্ষা, নেই চিকিৎসার ব্যবস্থা। এ সকল নেই এর মূল কারণ হলো পুঁজির অভাব।নির্বাহী পরিচালক সেখানে অন্ধকারের প্রদীপ শিখা হয়ে প্রজ্বলন করেন আলোর শিখা স্বরূপ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি। পুঁজি তো হলো, কিন্তু যখন কোন রোগবালাই এসে গৃহে প্রবেশ করে তখন পুঁজি আর থাকে না। তাই তিনি চিন্তা করেন সমন্বিত উন্নয়নের, যেখানে থাকবে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা। তিনি প্রথমত: গুরুত্ব দেন স্বাস্থ্যখাতকে। এ জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্যক্যাম্প, কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ ও অন্যান্য কর্মসূচির আয়োজন করেন পাহাড়ী এলাকায় সেই নব্বই দশকের প্রারম্ভে যা ছিল কল্পনাতীত। তিনি এ চিত্রের বাস্তব রূপ দান করেন।

নির্বাহী পরিচালক সেখানে অন্ধকারের প্রদীপ শিখা হয়ে প্রজ্বলন করেন আলোর শিখা স্বরূপ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি। পুঁজি তো হলো, কিন্তু যখন কোন রোগবালাই এসে গৃহে প্রবেশ করে তখন পুঁজি আর থাকে না। তাই তিনি চিন্তা করেন সমন্বিত উন্নয়নের, যেখানে থাকবে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা। তিনি প্রথমত: গুরুত্ব দেন স্বাস্থ্যখাতকে।

১৯৯৭ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকের ঘটনা। নির্বাহী পরিচালক মহোদয় এবং অধ্যাপক শহীদুল আমীন চৌধুরী স্যার জানালেন বান্দরবানের আলী কদম উপজেলায় স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করতে হবে। এ কাজটি আমার কাছে একেবারে অপরিচিত। চিন্তায় পড়লাম কি করা যায়? শহীদুল আমীন স্যারকে আমরা সকলে চউ স্যার সম্বোধন করতাম। তিনি চট্টগ্রাম টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক। নিশ্চয় তিনি একটা ব্যবস্থা করে দিবেন, এ আশায় গেলাম তাঁর বৈকালিক কর্মস্থল চন্দনপুরার কথা মালা প্রেসে। গিয়ে সমস্যার কথা বললাম। তিনি বললেন, লামা বাজারে তাঁর এক ছাত্র আছে, নাম সুভাষ। তাদের পারিবারিক ফার্মেসী আছে, সহযোগিতা করবেন। কথামত চট্টগ্রাম থেকে লামা গিয়ে দাদার দেখা পেলাম। আলাপ করলাম কর্মশালার ব্যাপারে। লোকজনকে আমন্ত্রণের কথাও বললাম। তিনি জোড় দিয়ে বললেন, আপনি এ বিষয়ে চিন্তা করবেন না, সব দায়িত্ব আমার, শুধু আপনি সাথে থাকলেই হবে।

তাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলাম আলীকদমের উদ্দেশ্যে। পাহাড়ী অসমতল পথ। আলীকদম বাজারে গেলাম, দেখি যে তিনি যেখানে যান সেখানেই পরিচিত। আমি যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। তার সাথে আলোচনা করে বাজারের চারিপাশের গ্রামগুলোর পাড়া প্রধান ও সহকারীদের খবর দেয়া হলো। শিক্ষকের আহ্বানে প্রায় সবাই বিকাল চারটার মধ্যে বাজারে উপস্থিত হলো। ৮/১০ জনের সাথে কর্মশালার ব্যাপারে আলোচনা হলো। আমাদের অন্তত ৪০/৫০ জন অংশগ্রহণকারী দরকার যারা আমাদের কর্মশালা থেকে জেনে বিষয়গুলো এলাকায় অন্যদের জানাতে পারে। এলাকার বাসিন্দা বাঙ্গালি, মার্মা, মুরং এবং ত্রিপুরা সবাইকে দাওয়াত দিতে হবে। উপস্থিত সদস্যরা আমাদের আশ্বস্ত করেন, লোকজন আসবে। ঐ দিনই সিদ্ধান্ত হলো পরের সপ্তাহের বাজারের দিন কর্মশালা হবে, স্থান ইউনিয়ন পরিষদের হলরুম। চেয়ারম্যান জনাব ফরিদ মিয়াকে দাওয়াত দিয়ে হলরুম ঠিক করলাম, খাওয়ার ব্যবস্থা হলো স্থানীয় হোটেলে। নাস্তা- জিলাপি ও সিংগারা। দুপুরের খাবার- ভাত, সবজি, মুরগী, ডাল।

আমি এবং সুভাষ দাদা আগত মেহমানদেরকে বিদায় দিয়ে পাশাপাশি ৪/৫ টি পাড়ায় গিয়ে কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য দাওয়াত দিয়ে আসলাম। দাদাকে কর্মশালার ব্যয় থেকে অগ্রীম কিছু টাকাও দিয়ে আসলাম। আসার পথে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকেও দাওয়াত দিলাম। সাথে চেয়ারম্যান সাহেবও আছেন। উনি বিনয়ের সাথে অপারগতার কথা জানান এবং চেয়ারম্যান সাহেবকে সহযোগিতার জন্য বলেন। আমরাও ভারমুক্ত হয়ে দাদাকে লামায় রেখে চলে আসি সোজা চট্টগ্রাম।

কর্মজীবনের শুরুতে কর্মশালার এ প্রথম আয়োজন আমার কাছে খুবই দুরুহ মনে হচ্ছিল। যাত্রাপথে এ রকম অভাবনীয় সহযোগিতা পেয়ে আশাবাদী হলাম যে অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে করা সম্ভব। মাঝে একদিন গিয়ে সব আয়োজন একা দেখে আসলাম। খরচের টাকাও দিয়ে আসলাম। এলাকায় পাড়ার পরিচিতজনদেরকে অনুষ্ঠানের কথা বললাম। আমার মাথায় খালি ঘুরছে শেষ পর্যন্ত কি হয়, ইউনিয়ন পরিষদের হল রুমে ছোটখাট সমস্যা ছিল, চেয়ারম্যান সাহেবের সহযোগিতায় তাও সমাধান করা হলো। হোটেলওয়ালার সাথেও বসে চূড়ান্ত ব্যবস্থা হলো। কর্মশালায় সংস্থার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবেন অধ্যাপক শহীদুল আমীন চৌধুরী এবং সহযোগিতায় সুভাষদা।

কর্মশালার দিন ভোর ৫ টায় রওনা দিলাম মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয়কে সাথে নিয়ে। লামা পৌছলাম ৭.৩০ মিনিটে। সুভাষদাকে পেলাম স্কুলে। জরুরী কাজ বিধায় তিনি যেতে পারবেন না। তবে আশ্বস্ত করলেন আগের দিন সব ব্যবস্থা করে এসেছেন। এলাকার ২/৪ জনের নামও বলে দিলেন যারা সহযোগিতা করবে। আমরাও উপস্থিত হলাম। গিয়ে দেখলাম সব ঠিকঠাক। সময় প্রায় ৮.৩০ মিনিট। লোকজন ২/৪ জন করে আসছেন। ইউনিয়ন পরিষদের হল রুম বন্ধ। এবার অপেক্ষার পালা। নয় টার পরে চেয়ারম্যান সাহেব এসে জানালেন কর্মশালা করা যাবে না। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সংস্থার মান সম্মান নিয়ে চিন্তা। তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম আর্মি ক্যাম্প থেকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নির্বাহী পরিচালক মহোদয় গাড়ীতে বসা। বিষন্ন মন নিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। সব ঘটনা বললাম।

তিনি সাহস দিয়ে বললেন চলো ক্যাম্পে যাই। আগে তুমি যাও, গিয়ে সরাসরি ক্যাম্প কমান্ডারের সাথে কথা বলবে। এরপর আমরা কথা বলবো। আমি গেলাম এবং সহজেই কমান্ডারের সাক্ষাত পেলাম। বুকের ব্যাচে নাম দেখলাম লে: কর্নেল বাহার। আমি আমাদের উদ্দেশ্যের কথা বুঝিয়ে বললাম, তিনিও মনোযোগ সহকারে শুনে স্যারকে নিয়ে আসার কথা বললেন।

আমি তাৎক্ষণিক দৌড়ে উনার কাছে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসি। তিনি যখন কক্ষে প্রবেশ করলেন তখন কমান্ডার উঠে দাঁড়ান। এক মিনিট পরে এসে কমান্ডার স্যারকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। আমি হতবাক, মিনিট ২/৪ পরে তিনি স্যারকে বললেন, ভাইজান বসেন। আপনি মনে হয় আমাকে চেনেননি। অত:পর তিনি তার পারিবারিক সকল তথ্য দিতে থাকেন এবং স্যারও আবেগ তাড়িত হয়ে পড়েন। অবশেষে সহকর্মীদের মাধ্যমে নাস্তা আনা হলো, ক্যাম্পে যে নাস্তা খেলাম তা কল্পনাতীত ব্যাপার। এরপর আমাদের সমস্যার কথা বললাম। তিনি সব শুনে তাৎক্ষণিকভাবে চেয়ারম্যান সাহেবকে ডেকে আনার নির্দেশ দেন। ১০ মিনিটের মধ্যে চেয়ারম্যান সাহেব হাজির। তাকে কর্মশালার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাদের সার্বিক ব্যবস্থাপনার কথা জানান। কমান্ডার ১ ঘন্টার মধ্যে সব ধরনের আয়োজনের নির্দেশ দেন। আধঘন্টার মধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে আমরা কর্মশালা শুরু করলাম।

পিডি স্যার (জনাব শহীদুল আমীন চৌধুরী) প্রথমে সংস্থার আদর্শ ও উদ্দেশ্য, সংস্থা কারা পরিচালনা করেছেন এবং সর্বোপরি আমাদের মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের ভাবনা ও তার প্রতিফলনের কথা জানান। এ সময়ে আমরা বান্দরবানের সূয়ালক, বালাঘাটা, রাজবিলা, রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়া, রাজস্থলী ও রাইখালীতে যে ঋণ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছি সে- সম্পর্কে ধারনা দেন। অত:পর তিনি চেয়ারম্যান সাহেবকেও কথা বলার সুযোগ দেন। পরবর্তীতে আমি কর্মশালার উদ্দেশ্য ও স্থান নির্ধারনে নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের কথা বলি। দুর্গম এলাকায় আমাদের কর্মসূচি পরিচালনা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে এ আয়োজনের কথা বলি। অত:পর নাস্তার জন্য বিরতি দেয়া হয়।

নয় টার পরে চেয়ারম্যান সাহেব এসে জানালেন কর্মশালা করা যাবে না। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সংস্থার মান সম্মান নিয়ে চিন্তা। তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম আর্মি ক্যাম্প থেকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নির্বাহী পরিচালক মহোদয় গাড়ীতে বসা। বিষন্ন মন নিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। সব ঘটনা বললাম।

মূল কর্মশালা শুরু হয় ১১ টায়। এ সময় এলাকার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত করা প্রশ্নের মাধ্যমে সচেতনতামূলক বক্তব্য প্রদান করেন পিডি স্যার। উপস্থিত লোকজন খুবই উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেন। তারাও সমাধান পেয়ে আনন্দিত হতে থাকেন। রোগবালাই হলে স্থানীয় হাসপাতাল, ডাক্তারের কাছে যেতে বলা, কুয়ার পানির পরিবর্তে টিউবওয়েল অথবা ফুটানো পানি পান করা, স্যানিটারি পায়খানা বসানো, টয়লেট শেষে সাবান অথবা ছাই দিয়ে হাত ধোয়া প্রভৃতি সচেতনতামূলক কথা বলেন। মহিলাদেরকে সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাচ্চাদের যত্ন নেয়া বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন। তখন আগত লোকজন আমাদেরকে ধন্যবাদ জানায়। চেয়ারম্যান মহোদয়কে ধন্যবাদ দিয়ে খাবারের আমন্ত্রণ জানিয়ে কর্মশালায় সংস্থার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

কর্মশালা আয়োজন কালে যাদের সহযোগিতা, সহমর্মিতা পেয়েছি তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের নির্দেশে এ আয়োজন করতে পেরে সংস্থার সুনাম বেড়েছে। এলাকায় সংস্থার কার্যক্রম বাড়াতে পরবর্তী মাসে লামায় শাখা খোলা হয়েছে। স্যারের নির্দেশনা ও সহযোগিতায় বাধা বিপত্তি পেরিয়ে কর্মসূচি চলমান রেখেছি। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের অঙ্গীকার: দুর্গম পাহাড়ী জনপদে এবং সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনের সংগ্রামে আমরা অবিচল।

লেখক: যোনাল ম্যানেজার
ঢাকা যোন, আইডিএফ

স্বল্প পুঁজির শক্তি

গ্রামীণ দরিদ্র পরিবার যারা বিভিন্ন পেশার মাধ্যমে নিজেদের জীবন নির্বাহ করে আসছেন, তাদেরকে স্বল্প পুঁজির সহায়তা দিলে, তারা তাদের মেধা এবং পরিশ্রম দিয়ে সে পেশাকে অধিকতর বিনিয়োগযোগ্য এবং বিস্তৃত করে আয়ের পরিমাণকে বাড়িয়ে দিতে সক্ষম। পরিশ্রমী এ সকল মানুষকে আইডিএফ ক্রমাগতভাবে পুঁজির সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। এতে সকলে সমানভাবে উন্নতি করতে না পারলেও, সকলেই নিজের মত করে প্রতিভার সাক্ষর রেখে দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে। নরসিংদী জেলার মনোহরদি শাখার সিংগুয়া গ্রামে একটি কেন্দ্র পরিদর্শন করে তারই কথা লিখেছেন ফজলুল বারি, শাম্মি মার্জিয়া, সম্পা সাহা এবং মৌসুমী চাকমা।

নরসিংদি জেলার মনোহরদী শাখার সিংগুয়া গ্রাম

আইডিএফ মনোহরদি শাখার অন্তর্গত সিংগুয়া গ্রামের একটি কেন্দ্র পরিদর্শনে আমরা গিয়েছিলাম গত ১৯ শে ডিসেম্বর ২০১৯ সালে। গ্রামটি বেশ বড়। স্থানীয় লোকদের মতে প্রায় ১৫০০ পরিবারের বসবাস এই গ্রামে, জমির পরিমাণ প্রায় ৩০০০ কানি (৩৫ শতকে ১ কানি)। ধান এবং কলা হচ্ছে এই গ্রামের মূল ফসল। তবে ধানের চাষ অলাভজনক হওয়ায় জমির পরিমান ক্রমেই কমে যাচ্ছে। বাড়ছে কলার চাষ। তাদের হিসাব মতে কলা চাষে কানি প্রতি বছরে সব খরচ বাদে ২০,০০০ টাকা নিট লাভ থাকে। ধানে হয় লোকসান। তবু ধান চাষ করে কেবল খোরাকী জোগানোর জন্য। অন্যান্য ফসলের মধ্যে পান এবং বিভিন্ন ধরনের শাকসবজীর চাষ হয়। গ্রামটি পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ায় বিভক্ত। দুই পাড়ায় দুইটি কেন্দ্র আছে আইডিএফ এর। আমরা গিয়েছিলাম পূর্ব পাড়ায় ২ নং কেন্দ্রে। ৮ টি গ্রুপের সমন্বয়ে এই কেন্দ্রের সদস্য সংখ্যা ৩৯ জন । আগে থেকে জানিয়ে যাওয়ার ফলে বেশীরভাগ সদস্যাই এক জায়গায় জমায়েত হয়েছিলেন। কুশল বিনিময়ের পর আমরা প্রাথমিকভাবে তাদের সাথে কিছু আলাপ আলোচনা করলাম। পরে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কয়েকজন সদস্যার কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করলাম। প্রথমে এই কেন্দ্রটি সম্পর্কে কিছু সার্বিক তথ্যাদি।

সিংগুয়া গ্রামের পূর্ব পাড়ার আইডিএফ কেন্দ্র

পাঁচ জন সদস্যা বিশিষ্ট এই গ্রুপগুলি প্রথম গঠিত হয়েছিল ২০১৩ সালে। এ ক'বছরে ৪০ জন সদস্যার মধ্যে ১ জন চলে গেছে। বাকি ৩৯ জন তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে গঠিত এ সকল গ্রুপ সদস্যদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা করতে হয়। সাপ্তাহিক সভায় এরা মূলত ৩ টি কাজ করেন। প্রথমটি হচ্ছে, সঞ্চয় জমা করা। তিন খাতে সঞ্চয় জমা করা হয়। একটি হচ্ছে 'সাধারণ সঞ্চয়' যা ঋণ থাকা অবস্থায় উত্তোলন করা যায় না; দ্বিতীয় হচ্ছে, 'বিশেষ সঞ্চয়' যা প্রয়োজনে উত্তোলন করা যায় এবং তৃতীয়টি হচ্ছে, 'পারিবারিক সঞ্চয়' যা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জমা রাখতে হয়। ১৯ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রের এই ৩৯ জন সদস্যার সাধারণ সঞ্চয়ে জমা ছিল ২.৯১ লক্ষ টাকা; বিশেষ সঞ্চয়ে ১.১৭ লক্ষ টাকা এবং পারিবারিক সঞ্চয়ে ছিল ৮০,৬০০ টাকা। মোট ৪.৮৯ লক্ষ টাকা। গত এক বছরের হিসাবে দেখা যায় যে, ১৮ জন সদস্যা তাদের প্রয়োজনে বিশেষ সঞ্চয় তহবিল থেকে ২৬ বার টাকা উত্তোলন করে তাদের প্রয়োজন মিটিয়েছেন। সাপ্তাহিক সভার দ্বিতীয় প্রধান কাজ হচ্ছে ঋণের কিস্তি আদায় করা এবং নতুন ঋণের প্রস্তাব অনুমোদন। যারা ঋণী সদস্য আছেন তারা তাদের ঋণের নির্ধারিত সাপ্তাহিক কিস্তি প্রদান করেন। পরিদর্শনের ফলে জানা যায় যে, ৩৯ জনের মধ্যে ২১ জনের কাছে চলতি ঋণ ছিল ১৭.৬৫ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন কাজের জন্য সদস্যরা এ ঋণ নিয়েছেন। তার মধ্যে ৭ জন নিয়েছেন গরু/ছাগল মোটাতাজাকরণের জন্য, ৩ জন নিয়েছেন কলা/পান চাষের জন্য, বাকি সদস্যরা নিয়েছেন বিভিন্ন ব্যবসা খাতে বিনিয়োগের জন্য যেমন হার্ডওয়ার, কাপড়ের ব্যবসা, মুদি দোকান, দর্জি ব্যবসা, জমি ক্রয়, চানাচুর ফেরী, ঘর মেরামত ইত্যাদি। যাদের কাছে বর্তমানে ঋণ নেই, তারা প্রয়োজনে পুনরায় ঋণ নেবেন বলে জানিয়েছেন। আর তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, উন্নয়ন বিষয়ক অর্থাৎ স্বাস্থ্য, পুষ্টিসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করা।

কতিপয় সদস্যার উন্নয়নের কাহিনী

রওশন আরা

দারিদ্র্যকে জয় করার স্বপ্ন নিয়ে ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখে রওশন আরা সদস্য হিসেবে ভর্তি হন আইডিএফ মনোহরদী শাখার ২/ম সিংগুয়া কেন্দ্রে। তার ঋণী নাম্বর ১১১২। আইডিএফ এর গ্রুপ প্রশিক্ষণ নেবার পর তিনি প্রতি সপ্তাহে ৫০ টাকা করে সঞ্চয় জমা দিতে থাকেন। এরপর তার সন্তান যখন একটু বড় হয় তখন স্বামীর সাথে পরামর্শ করে কোন কাজ শুরু করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন। যেহেতু ব্যবসার অভিজ্ঞতা আছে তার স্বামীর তাই সিংগুয়া বাজারে একটা দোকান দেবার পরিকল্পনা করেন তারা।

তখন প্রথম দফায় ৩ জুন ২০১৭ তারিখে ১০ হাজার টাকা ঋণ নেন রওশন আরা। সেই টাকার সাথে নিজেদের জমানো সঞ্চয়ের টাকা মিলিয়ে সিংগুয়া বাজারে একটি কাপড়ের দোকান দেন। নরসিংদির বাবুরহাট আর গাওসিয়া থেকে কিনে আনতেন শাড়ি, লুঙ্গি, বাচ্চাদের জামা। তিনি ও তার স্বামী খুব মন দিয়ে ব্যবসা করতেন। এরপর একটা গরু ও দুটি ছাগল পালতে শুরু করলেন। দোকান থেকে ২০ হাজার টাকার উপরে লাভ হলো তাদের। পরবর্তী দফায় ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সাথে নিজেদের সঞ্চয় ও গরু, ছাগল বিক্রির টাকা মিলিয়ে ১ লাখ টাকা দিয়ে একটি

পুরাতন অটো কেনেন রওশন আরা। তার স্বামী চালাতে থাকে অটোটি। দৈনিক ১শত টাকা আয় হতো অটো চালিয়ে। সব খরচ বাদ দিয়েও ৭০ হাজার টাকা লাভ থাকে তাদের। তৃতীয় দফায় ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে কাপড়ের ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন রওশন আরা। এ সময় পুরাতন অটোটি ভালো সার্ভিস না দেয়াতে ৩০ হাজার টাকা দামে বিক্রি করে দেন। সেই টাকাও কাপড়ের ব্যাবসায় বিনিয়োগ করেন। চতুর্থ দফায় ৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ৭০ হাজার টাকা ঋণ নেন আইডিএফ থেকে, তার কাপড়ের দোকানের জন্য, যা এখনো চলমান।

ফেলে আসা দারিদ্র্যকে এখন ভুলে গিয়েছেন রওশন আরা। বর্তমানে ৪০ শতক জমির উপর বাড়ী ও মাঠে ৪০ শতক জমি (পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া), একটি টিনশেড ঘর, মাসিক ৬০০ টাকার একটি ডিপিএস, দোকানে ৭০ হাজার টাকার কাপড়, ফ্রিজ, ঘরে আসবাবপত্র এবং ৪ টি গরু রয়েছে রওশন আরার। লাভের টাকা দিয়ে ৮ আনার একটা স্বর্নের দুল বানান তিনি। তার ৪০ শতক মাঠের জমিতে কোন সিজনে ধান, পাট, কখনো বা কলার চাষ করেন রওশন আরা। বেশ লাভ হয় ফসল বিক্রি করে। চাষের মৌসুমে তার জমিতে ২ জন শ্রমিক কাজ করে থাকে, তাদের দৈনিক মজুরী কাজ ভেদে ৫০০ কিংবা ১ হাজার টাকা। এছাড়াও বাড়ীর পাশের যায়গাতে বিভিন্ন ধরনের মৌসুমী শাক লাগিয়ে থাকেন রওশন আরা যা তাদের পরিবারের পুষ্টির চাহিদা মিটিয়ে থাকে।

স্বামী ও এক মেয়ে নিয়ে এখন স্বচ্ছল, সুখের সংসার রওশন আরার। মেয়েটা প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। তাকে উচ্চ শিক্ষিত করার পাশাপাশি নিজের জন্য একটা চাকরি খুজছেন। শিশুদের স্কুলে শিক্ষকতা করার ইচ্ছা রয়েছে তার মনে। পাশাপাশি তার ৪ শতক জমির উপরে দোকানটার পরিসর আরো বৃদ্ধি করার স্বপ্ন দেখেন। তার এই যে স্বচ্ছল জীবন, দারিদ্র্য থেকে মুক্তির পাশাপাশি নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে শেখানোর জন্য সবটুকু কৃতিত্ব তিনি দিতে চান আইডিএফকে।

মোসাঃ আসমা আক্তার

আসমা আক্তার ২০১৪ সালে আইডিএফ মনোহরদী শাখার ২/ম কেন্দ্রে সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। তার গ্রুপ নং-৪, ঋণী নং ৬৮৮। তিনি ৪ দফায় যথাক্রমে ৩০ হাজার, ১০ হাজার, ৩০ হাজার ও ৫০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহন করেন। তিনি ঋণের টাকা তাদের ফার্নিচারের ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন এবং লাভের মুখ দেখতে শুরু করেন। প্রথম বিনিয়োগে তিনি ২৫ হাজার টাকা লাভ করেন এবং লভ্যাংশ তিনি ব্যবসার মূলধনের সাথে যুক্ত করেন। ২য় ধাপে তিনি ৫ হাজার টাকা লাভ করে পুনরায় লভাংশ মূলধনের সাথে যুক্ত করেন। এরপর তার ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি পেলে দোকানে ৩ জন কর্মী নিয়োগ দেন যাদের প্রতিদিন ৫ শত টাকা করে পারিশ্রমিক দেন। ৩য় ধাপে সদস্যা ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ২০ হাজার টাকা লাভ করেন। এ সময়ে আসমা ও তার স্বামী তাদের ব্যবসার সাথে নতুন করে একটা "স" মিল যুক্ত করার পরিকল্পনা করেন। তখন সদস্যা ৪র্থ দফায় আইডিএফ থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋন নেন এবং লাভের টাকার সাথে তাদের জমানো টাকা দিয়ে মনোহরদীতে একটি "স" মিল চালু করে ২ জন কর্মী নিয়োগ করেন। যেখানে মূলধনের অভাবে তার ব্যাবসা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো সেখানে বর্তমানে তার স্বামী ও ৫ জন কর্মী মিলে মনোহরদীতে ফার্নিচারের ব্যবসা ও "স" মিল চালাচ্ছেন।

বর্তমানে আসমা ৭ শতক জমির মালিক। এর মধ্যে ৩ শতক জমিতে তাদের ৫টি সেমিপাকা ঘর আছে এবং বাকি ৪ শতক জমিতে ধান চাষ করেন। এছাড়া ২টি গরু ও কিছু মুরগী পালন করেন। তিনি জমানো টাকা দিয়ে একটি টেলিভিশন ও ফ্রিজ কিনেছেন। এছাড়াও আইডিএফ এর সঞ্চয়ী হিসাবে তার ৬,৯০০ টাকা সঞ্চয় জমা আছে এবং একটি বেসরকারি ব্যাংকে ১ হাজার টাকা করে ৫ বছর মেয়াদী একটি ডিপিএস চালান। তার এই সাফল্যের জন্য আসমা আক্তার আইডিএফ এর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানান।

মোসাঃ লাইলী বেগম

বর্তমানে ৫৮ বছর বয়সী লাইলী বেগম এর স্বামী ছোট ছোট তিন সন্তান রেখে মারা যান। অসহায় লাইলী বেগম তখন স্বামীর রেখে যাওয়া ৩০ শতক জমি দিয়ে অত্যন্ত কষ্ট করে সন্তানদের বড় করেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার উপার্জনক্ষম দুই ছেলে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে নিজেদের অংশ বুঝে নিয়ে আলাদা হয়ে যান। তার বেকার ছোট ছেলেকে নিয়ে থাকেন তিনি। বর্তমানে তার ১০ শতক জমি, এর মধ্যে ৪ শতক জমিতে থাকার ঘর আর ৬ শতক জমিতে কখনও ধান বা কলা চাষ করেন।

লাইলী বেগম ২০১৩ সালে আইডিএফ মনোহরদী শাখার ২ নং কেন্দ্রে ভর্তি হন। তার গ্রুপ নং ১, ঋণী নং ১৫। তিনি প্রথম দফায় আইডিএফ থেকে ৩০ হাজার টাকা ঋন নিয়ে মনোহরদী বাজারে একটা বইয়ের দোকান (লাইব্রেরি) দিয়ে ১৫ হাজার টাকা লাভ করেন। তার ছোট ছেলে দোকানের সব কাজ করে থাকে। ২য় ও ৩য় ধাপে যথাক্রমে ২০ হাজার ও ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে এই ব্যবসায় খাটান। এই দুই ধাপে তার মোট ২০ হাজার টাকা লাভ হয় যা পুনরায় ব্যবসায় লাগান। বর্তমানে তার দোকানে দুই জন কর্মী কর্মরত। লাইলী বেগমের বর্তমানে কোন চলতি ঋণ নেই, প্রতি সপ্তাহে শুধুমাত্র সঞ্চয় জমা করছেন। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে তিনি আবার ঋণ নিবেন। তার সঞ্চয়ের পরিমান ২২,১৩৬ টাকা, এখন পর্যন্ত তিনি কোন সঞ্চয় উত্তোলন করেন নি। এছাড়াও তিনি সরকারি ব্যাংকে ৫০০ টাকা করে তিন বছর মেয়াদী একটি ডিপিএস চালাচ্ছেন।

লাইলী বেগম আইডিএফ থেকে সবজি চাষ ও হাঁস মুরগী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে তার বাড়ির পাশে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ ও হাঁস মুরগী পালন করছেন। দারিদ্র্যের শিকল ছিড়ে সাফল্য পাওয়ায় আইডিএফ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন লাইলী বেগম।

নওশীন

কাপাসিয়া উপজেলার সিংগুয়া গ্রামের নওশীন ২ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ তারিখে সদস্য হিসেবে ভর্তি হন আইডিএফ মনোহরদী শাখার ২/ম সিংগুয়া কেন্দ্রে। তার গ্রুপ নাম্বর ৭ এবং ঋণী নং ১৪৬১। আইডিএফ এর গ্রুপ প্রশিক্ষণ নেবার পর নিয়ম মেনে প্রথম দফায় ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ তারিখে ২৫ হাজার টাকা ঋণ নেন নওশীন। সেই টাকার সাথে নিজেদের জমানো কিছু টাকা মিলিয়ে একটি গরু কিনেন। বছর শেষে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করেন গরুটি। পরের দফায় ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে আইডিএফ থেকে ৪০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সাথে গরু বিক্রির লাভের টাকা মিলিয়ে ৭০ হাজার টাকা দিয়ে ২ টা গরু কিনেন নওশীন। পরের বছর ৯৫ হাজার টাকায় বিক্রি করেন। লাভ হয় ২৫ হাজার টাকা। পরের দফায় ২৬ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে শুরু করেন বাঁশের ব্যবসা। তার স্বামী বাঁশ কিনে আনেন পাইকারি দরে। পরে বাজারে এবং তাদের এলাকায় তা বিক্রি করেন। পরের দফায় ৬০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে বাঁশ ব্যবসার পাশাপাশি বাড়ীর পাশের নিজের ১৪ শতক জমিতে পানের বরজ দেন। সব খরচ বাদ দিয়েও ৪০ হাজার টাকার উপরে লাভ থাকে নওশীনের। সর্বশেষ ৫ম দফায় ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ১ লাখ টাকা ঋণ নেন পানের বরজের জন্য যা এখনো চলমান।

দারিদ্র্যকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া নওশীনের বর্তমানে ৪০ শতক জমি, ১ টি সেমি পাকা ঘর, ১ ভরি স্বর্নালংকার, টিভি, ফার্নিচার, ১ টি গাভী, ২ টি বাছুর এবং জমানো ৪ লাখ টাকা রয়েছে। তার পানের বরজ থেকে প্রতি সপ্তাহে ৪০ বিড়া পান বিক্রি করে থাকে বিড়া প্রতি ৩০০ টাকা দামে। শুধুমাত্র পান বিক্রি করে মাসে আয় হয় ৪৮ হাজার টাকা। এছাড়া বাঁশের ব্যবসা থেকেও বেশ লাভ হয়ে থাকে। তার একটা ছোট বাঁশঝাড়ও রয়েছে বাড়ীর পাশের পতিত জমিতে। তার পানের বরজে ২ জন শ্রমিক কাজ করে থাকে। তারা পানের ক্ষেত তৈরী, গোবর, সার দেওয়া, পানি দেওয়া, মাটি ও খড় দিয়ে বেড তৈরী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি কাজ করে। এছাড়াও প্রতিবার পান ভাঙ্গার সময় ৫/৬ জন শ্রমিক কাজ করে। প্রতিটি শ্রমিকের দৈনিক মজুরী ৫০০ টাকা। এছাড়াও বাড়ীর পাশের জমিতে বিভিন্ন ধরনের সবজি যেমন- লাল শাক, বেগুন, টমেটো, মুলা, লাউ ইত্যাদি চাষ করছেন নওশীন। নিজেদের সবজির চাহিদা মিটিয়েও উদ্বৃত্ত শাক-সবজি বিক্রি করে বেশ আয় হয় তার।

স্বামী, এক মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে এখন সুখের সংসার নওশীনের। দারিদ্র্যকে পিছনে ফেলে তার এই যে স্বচ্ছল জীবন এর পেছনে আইডিএফ এর অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন নওশীন।

শাহিনুর আক্তার লাকি

স্বাবলম্বী হবার স্বপ্ন নিয়ে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে শাহিনুর আক্তার লাকি সদস্য হিসেবে ভর্তি হন আইডিএফ মনোহরদী শাখার ২/ম সিংগুয়া কেন্দ্রে। তার ঋণী নম্বর ১৪৫০। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম, তবে সন্তানদের পড়ালেখা করানোর ব্যাপারে আগ্রহ ছিল তার বাবার। অনার্স পাশ করার পর পারিবারিকভাবে পূর্ব সিংগুয়ার মো: আতাহার আলীর সাথে বিয়ে হয় লাকির। যৌথ পরিবারে সংসার শুরু হয় তার। শ্বশুর এর বেশ জায়গা সম্পত্তি থাকলেও তার স্বামী ছিলেন বেকার। স্বামীর বেকারত্বের কারণে শ্বশুরবাড়িতে তার কোন আর্থিক স্বাধীনতা ছিল না। এমনকি পারিবারিক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হত না। এর মধ্যে লাকির সংসারে আসে প্রথম সন্তান। খরচও বেড়ে যায়। তখন স্বামীর সাথে পরামর্শ করে কোন কাজ শুরু করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন। সিংগুয়া বাজারের কাছে একটা দোকান দেবার পরিকল্পনা করেন তারা।

কিন্তু পুঁজির স্বল্পতা তাদের স্বাবলম্বী হবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। এমতাবস্থায় তাকে আশার আলো দেখায় আইডিএফ। তিনি প্রথম দফায় ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে ১ লক্ষ টাকা ঋণ নেন। সেই টাকার সাথে নিজেদের সঞ্চয়ের কিছু টাকা মিলিয়ে মনোহরদী বাজারে একটি মুদি ও হার্ডওয়্যারের দোকান দেন। ৩০ হাজার টাকার উপরে লাভ হলো তাদের। পরবর্তী দফায় ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে তার মুদি ও হার্ডওয়্যারের ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। এ দফায় ৩৫ হাজার টাকা লাভ থাকে তাদের। তৃতীয় দফায় ২ লক্ষ টাকা এবং চতুর্থ দফায় ৩ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে তার ব্যবসায় বিনিয়োগ করে যথাক্রমে ৪০ হাজার ও ৫০ হাজার টাকা লাভ হয়। পঞ্চম দফায় ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ৫ লক্ষ টাকা ঋণ নেন, যা এখনো চলমান।

দারিদ্র্যকে পিছনে ফেলে এসেছে লাকী আইডিএফ এর সাথে সম্পৃক্ত হবার পর। বর্তমানে তার নরসিংদি বাজারে মুদি ও হার্ডওয়্যারের দোকান, ঘরে সকল ফার্নিচার ও কয়েক ভরি স্বর্নালংকার রয়েছে। আইডিএফ এর সঞ্চয় তহবিলে ৫০ হাজার টাকা এবং বিশেষ সঞ্চয় এ ১৮ হাজার টাকা রয়েছে। শিক্ষিত লাকি নিয়মিত তার দোকানের হিসাব নিকাশ তদারকি করেন। একজন কর্মচারিও রয়েছে দোকানে। লাকির শ্বশুরের বেশ যায়গা সম্পত্তি রয়েছে সিংগুয়াতে যা এখনো ভাগাভাগি হয়নি তাদের মধ্যে। তবে সম্পত্তি ভাগ হলে তারা ২৮০ থেকে ৩০০ শতক পরিমাণের জমির মালিক হবেন।

স্বামী ও দুই মেয়ে নিয়ে এখন স্বচ্ছল, সুখের সংসার লাকির। মেয়ে দুটো ষষ্ঠ ও প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। তার দোকানটার পরিসর আরো বৃদ্ধি করার মাধ্যমে বেশি সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের স্বপ্ন দেখেন লাকি। বর্তমানে তার স্বচ্ছল জীবন ও স্বাবলম্বী হবার জন্য সবটুকু কৃতিত্ব তিনি দিতে চান আইডিএফকে।

আনোয়ারা বেগম

আনোয়ারা বেগম ২০১৩ সালের শুরুর দিকে আইডিএফ মনোহরদী শাখার ২/ম সিংগুয়া কেন্দ্রে ভর্তি হন। তার ঋণী নং ১৬। তিনি জানান, ২০১৩ সালের শুরুর দিকে সংস্থার কেন্দ্রে ভর্তির পর তার জীবনধারায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। তার স্বামীর পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত কিছু জমিজমা থাকলেও সঠিক দিকনির্দেশনা ও পুঁজির অভাবে তেমন কিছু করতে পারছিলেন না। কিন্তু কেন্দ্রে ভর্তির পর তিনি গ্রুপের মিটিং ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে অনুপ্রাণিত হন এবং বেশ কয়েক দফায় ঋণ গ্রহণ করে ঋণের টাকা বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে সাফল্য পান। তিনি জানান, প্রথম দফায় ২০ হাজার টাকার ঋণ গ্রহণ করে কলার বাগানে বিনিয়োগ করেন এবং প্রথমবারই খরচ বাদ দিয়ে ১৮ হাজার টাকা লাভ করেন। পরবর্তী দফায়ও ৫০ হাজার টাকার ঋণ গ্রহণ করে পুনরায় কলার বাগানেই বিনিয়োগ করেন এবং ২০ হাজার টাকা লাভ করেন। এরপর তৃতীয় দফায় গ্রহণ করা ঋণের ৫০ হাজার টাকা ও পূর্বের দফায় গ্রহণকৃত ঋণ হতে আয়ের লভ্যাংশ দিয়ে তিনি ২ টি গরু ক্রয় করেন। পূর্বে আরও দুইটি গরু ছিল। এই গরুগুলো লালনপালন করে কোরবানী ঈদের মৌসুমে বিক্রি করে খরচ বাদে প্রায় এক লক্ষ টাকা লাভ করেন। চতুর্থ দফায় আবারও তিন লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে তিনি পুনরায় গরু ক্রয় করেন এবং এ দফায় দেড় লক্ষ টাকা লাভ করেন। সর্বশেষ দফায় গ্রহণ করা ঋণের চারলক্ষ টাকা ও পূর্বের দফায় প্রাপ্ত লভ্যাংশ দিয়ে তিনি ২০ শতক জমি ক্রয় করেন। তিনি আইডিএফ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জানান, সংস্থার কাছ থেকে গ্রহণ করা ঋনের অর্থ তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। যেমন তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সংস্থার সদস্য হবার পর তারা বসতবাড়িতে আরেকটি পাকা ঘর করেছেন। ঋণ গ্রহণের পূর্বে তার ৭০ শতক চাষের জমি ছিল। ঋণ গ্রহণ করে তিনি আরো বিশ শতক জমি কিনেছেন। জমিতে বিভিন্ন মৌসুমে চাষাবাদ করে অর্থ উপার্জন করছেন। বিগত বছরে ৩০ মণ ধান উৎপাদন ছাড়াও সারাবছর কলা, পাট ও সবজি থেকে যথাক্রমে ৬০ হাজার, ১৫ হাজার ও ১০ হাজার টাকা আয় করেছেন। এ কাজে তারা কেবল নিজেরাই পরিশ্রম করছেন না, সেইসাথে মৌসুমভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করে তাদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছেন। তবে বর্তমানে তারা গবাদি পশুপালনের উপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। এতে কম পরিশ্রমে অধিক লাভবান হওয়া যায় বলে তারা মনে করেন। আইডিএফ আয়োজিত পশুপালনের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে অফ সিজনে গরু কিনে সঠিক পদ্ধতিতে লালনপালন করে কোরবানী ঈদের মৌসুমে বাড়তি দামে গরু বিক্রি করেন। লাভের টাকা দিয়ে দিয়ে পরবর্তীতে আবারও গরু ক্রয় করেন। এভাবেই তারা গরু বেচাকেনার ব্যবসাটা পরিচালনা করে থাকেন। এছাড়া হাস মুরগীও লালনপালন করেন। বাজারে দেশী মুরগীর ডিমের ভালো চাহিদা থাকায় শুধু ডিম বিক্রি করেই তিনি মাসে ৫ হাজার টাকা আয় করেন বলে জানান।

তিনি আরও বলেন, পূর্বে অসচেতনতার কারণে ভবিষ্যতের জন্য কোন প্রকার সঞ্চয়ের মানসিকতা তাদের মধ্যে ছিল না। কিন্তু সংস্থার সদস্য হবার পর অন্যান্য সদস্যদের সংস্পর্শে এসে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা সঞ্চয়ও করা শুরু করেছেন। বর্তমানে তার ৪০ হাজার টাকার সঞ্চয়, ৫৩ হাজার টাকার ডিপিএস, নগদ ১০ হাজার টাকা ও আড়াই ভরি স্বর্ণ আছে। শুধু আর্থিক অবস্থা নয়, তিনি জানান তাদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রেও আইডিএফ কার্যকর ভুমিকা পালন করছে। যেমন পূর্বে তিনি কমিউনিটি ক্লিনিকে গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতেন। দূরত্বের কারণে সবসময় ক্লিনিকে গিয়ে সেবা গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে উঠতো না। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রেই আইডিএফ এর প্রশিক্ষিত প্যারামেডিক্স ডাক্তারের কাছ থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করছেন এবং ডাক্তারের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। সর্বোপরি তার জীবনের পরিবর্তন এবং সাফল্যের জন্য আইডিএফ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

উপসংহার

এখানে উল্লেখযোগ্য যে আইডিএফ মনোহরদী শাখাটি স্থাপিত হয়েছে ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে অর্থাৎ শাখাটি কাজ করছে ৭ বছর যাবত। এরই মধ্যে ১০০০ সদস্যাকে গ্রুপভূক্ত করে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা মাত্র ১ টি কেন্দ্র পরিদর্শন করে ৬/৭ জন সদস্যার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির কথা জানিয়েছি। তাদের বর্ননা থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। (১) যে পরিমান টাকা দিয়ে তারা শুরু করেছেন পরবর্তীতে প্রতি বছর তার বিনিয়োগ বেড়েছে, (২) বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে পান/কলা চাষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্যবসা; কাপড়ের দোকান, অটো রিকশা, ফার্নিচারের দোকান, স-মিল, বই এর লাইব্রেরী, গরু মোটাতাজাকরণ, (৩) প্রত্যেকটি বিনিয়োগকৃত কাজে অতিরিক্ত লোকবলের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে, (৪) লাভের পরিমান ক্রমাগত বৃদ্ধি হয়েছে, (৫) লাভের টাকায় ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা সহ কিছু কিছু সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে যেমন: টেলিভিশন, ফ্রিজ, স্বর্ণালংকার ইত্যাদি, (৬) সঞ্চয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রয়োজনে কাজে লাগছে। সবশেষে এ কথা বলা যায় যে, পুঁজির সহায়তা পেয়ে সকলেই সমানভাবে এগিয়ে না গেলেও নিজ নিজ মেধা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

গ্লোবাল সোশ্যাল বিজনেস সামিট-২০১৯

গত ৪-১০ নভেম্বর ২০১৯ গ্রামীণ ক্রিয়েটিভ ল্যাব এবং ইউনূস সেন্টার এর আয়োজনে জার্মানীর বার্লিন শহরে The Global Social Business Summit- The Gatthering ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে আইডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম এবং নির্বাহী পরিষদ সদস্য জনাব হোসনে আরা বেগম অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উন্নয়নমূলক সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস উক্ত সম্মেলনে সামাজিক ব্যবসাসহ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। সম্মেলনে আইডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম বাংলাদেশে স্যোশাল বিজনেস এর সম্ভাবনা ও এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

এস-এইচজি (SHG) মুভমেন্ট কনফারেন্স এ যোগদান

ভারতের ব্যঙ্গালোর এ গত ৩০ অক্টোবর-২০১৯ নভেম্বর তারিখে একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। Self Help Group (SHG) Movement Conference শিরোনামে অনুষ্ঠিত এই কনফারেন্স এ আইডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক একজন প্যানেল আলোচনাকারী হিসাবে যোগ দেন। Shri Kshethra Dharmasthala Rural Development Project এর আমন্ত্রণে জনাব জহিরুল আলম আইডিএফ এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশে এই কর্মসূচির সম্ভাবনা ও এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে এই সম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে এমন সব উন্নয়নমূলক সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

FIN-B আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আইডিএফ এর অংশগ্রহণ

বিগত ৩০-৩১ জুলাই ২০১৯ তারিখে ঢাকাস্থ কৃষিবিদ ইনিস্টিটিউট এ আয়োজিত দুই দিনব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দেশের প্রতিথযশা নীতি প্রণেতা, গবেষক, ব্যাংক প্রতিনিধি, ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা, সরকারি প্রতিনিধি, ইনসুরেন্স কোম্পানীর প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং উন্নয়নকর্মীসহ অনেকে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের দুটি অংশ ছিল। একটি অংশে সেমিনার/ আলোচনা এবং অপর অংশে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ নিজ কার্যক্রম নিয়ে বিভিন্ন ধরণের স্টল স্থাপন করে।

আইডিএফ থেকে সম্মেলনে আইডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম এবং পরিচালক (ক্ষুদ্রঋণ) জনাব সেলিম উদ্দীন অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে জনাব জহিরুল আলম বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, বিশেষ করে আইডিএফ এর ঋণ কর্মসূচির অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় অংশে আইডিএফ তার কাজকর্ম নিয়ে সম্মেলন প্রাঙ্গনে একট স্টল স্থাপন করে। স্টলে ছিল আইডিএফ কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বই, প্রতিবেদন, লিফলেট, পোস্টার এবং পুস্তিকা। স্টলে আকর্ষণীয় বস্তুসমূহ ছিল প্রতিষ্ঠানের সুবিধাভোগী সদস্যবৃন্দের তৈরী করা পাহাড়ি নৃ-গোষ্ঠীর পোষাক যেমন হাতে বোনা চাদর, শাল, পিনন, থ্রিপিস, শাড়ি ইত্যাদি। এ ছাড়াও ছিল প্রাকৃতিক উপায়ে প্রক্রিয়াজাত শুটকি, কাপড়ের তৈরী বিভিন্ন ডিজাইনের ব্যাগ, শামুক ও ঝিনুকের তৈরী গহনা ইত্যাদি। সম্মেলনে আগত অংশগ্রহণকারীগণ আইডিএফ স্টল পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

পিকেএসএফ এর উন্নয়ন মেলায় আইডিএফ

পিকেএসএফ এর আয়োজনে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী (১৪-২০ নভেম্বর,২০১৯) উন্নয়ন মেলা, যার উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মূলত: তিনটি বিষয়ের সমন্বয় ছিল। প্রথমত: ৫ দিনে ৫ টি সেমিনার; দ্বিতীয়ত: সারাদিনব্যাপী সারা সপ্তাহ জুড়ে ১৩০ টি সহযোগী উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের ১৯০ টি স্টল স্থাপন ও পরিচালনা এবং শেষত: প্রতি সন্ধ্যায় সহযোগী সংস্থার নিজ নিজ এলাকা ভিত্তিক সংস্কৃতি প্রভাবিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি। উন্নয়ন মেলায় স্থাপিত আইডিএফ এর স্টলটি ছিল অনেক দিক থেকেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং অনন্য। চট্টগ্রাম থেকে আনীত ঐ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী লাল গরুর (চিটাগাং রেড ক্যাটল) মাংসের চাহিদা এত বেশী ছিল যে, সকল ক্রেতার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় নি। সামুদ্রিক শৈবাল মিশিয়ে মুখরোচক খাবার অনেক দর্শনার্থীকেই তৃপ্তি দিয়ে তাদের আগ্রহ বাড়িয়েছে। প্রাকৃতিকভাবে প্রক্রিয়াজাত শুটকি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে অনেক দর্শনার্থীর। এছাড়া সমুদ্র পাড়ের শামুক, ঝিনুক, কড়ি ইত্যাদি দিয়ে বাহারী সাজপত্র আর পাহাড়ি নৃ-গোষ্ঠীর তেরী করা পোষাক সামগ্রীও প্রচুর আকর্ষণ করেছে প্রায় সব ধরণের দর্শনার্থীকে। সবশেষে পাহাড়ি অঞ্চলের শিল্পীদের দ্বারা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মন ভরিয়ে দিয়েছে উপস্থিত দর্শনার্থীদের। অনুষ্ঠান শেষে আইডিএফ এর ভারপ্রাপ্ত উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব নিজাম উদ্দীন পিকেএসএফ এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলিকুজ্জমান আহমদ এর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

নেপালের ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা পরিদর্শনে আইডিএফ দল

গত ১৯-২৬ অক্টোবর ২০১৯, আইডিএফ এর একটি প্রতিনিধি দল নেপালে এক্সপোজার ভিজিটএ অংশগ্রহণ করে। আইডিএফ এর ৮ জন এবং এনজিও সংস্থা সিদীপ এর ৩ জন কর্মকর্তা উক্ত পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন আইডিএফ এর ভারপ্রাপ্ত উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন। নেপালের এনজিও সংস্থা সেন্টার ফর সেলফ-হেল্প ডেভেলপমেন্ট (সিএসডি) উক্ত এক্সপোজার ভিজিট পরিচালনা করে। পরিদর্শনে নেপালের বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা ও ব্যাংক এর কার্যক্রম এবং উদ্ভাবনীমূলক আর্থিক পরিষেবা পর্যবেক্ষণ করা হয়। নেপালে পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির কার্যক্রম তথা কেন্দ্র পরিদর্শন, সদস্যদের প্রকল্প পরিদর্শন, ব্যাংক এর কার্য পরিচালনাসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করা হয় উক্ত এক্সপোজার ভিজিটে।

আইডিএফ পরিদর্শনে নেপালী প্রতিনিধি দল

বিগত জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯ সময়ে আমাদের প্রতিবেশী দেশ নেপালের প্রায় ১২ টি ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে ৫৮ জন প্রতিনিধি ৬ টি ব্যাচে আইডিএফ পরিদর্শনে আসেন। প্রত্যেকটি ব্যাচের প্রতিনিধিদের ঢাকাস্থ আইডিএফ অফিসে অভ্যর্থনা জানানো হয়। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের উপর; বিশেষ করে, আইডিএফ এর সকল কার্যক্রমের বিষয়ে তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। গ্রামীণ ব্যাংকের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ব্যাংকের কার্যালয়ে তাদের সঙ্গে একটি অধিবেশনে গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে অবহিত করেন। প্রত্যেকটি ব্যাচের অংশগ্রহণকারীদের পরে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তারা ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের পদ্ধতিগত দিক সম্পর্কে তথা সদস্য নির্বাচন, গ্রুপ গঠন, ঋণ প্রদান ও আদায় সংক্রান্ত বিধিবিধান, NGO/MFI সমূহের গঠন প্রক্রিয়া, গভর্নেন্সসহ সদস্যদের জীবনে ক্ষুদ্র ঋণের প্রভাব ইত্যাদি সরেজমিনে অবলোকন করেন। এ ছাড়াও পরিদর্শক দল চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং ঢাকার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। সব ক'টি দলকে তাদের পরিদর্শন কার্যক্রমে সহযোগিতা করেন আইডিএফ এর জনাব হারুন-অর-রশীদ।

প্রবীণ কর্মসূচি

চট্টগ্রাম, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি জেলার ৬ টি উপজেলার ৭ টি ইউনিয়নে প্রবীণ কর্মসূচির কাজে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় এগিয়ে চলছে। ৯৫৪ টি গ্রাম জরিপ করে প্রবীণদের চিহ্নিত করে তাদেরকে নিয়ে গ্রাম এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটি গঠন করে তাদের স্বার্থে বিভিন্ন ধরণের সেবা, ত্রাণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রবীণদের মাঝে মাসিক পরিপোষক ভাতা প্রদান, বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্যসেবা ও সহায়তা দান, ত্রাণ বিতরণসহ আরও অনেক ধরণের কর্মকান্ড পরিচালনা করা। বিগত জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯ সময়ে সম্পাদিত কিছু কার্যক্রমের সংবাদ এখানে তুলে ধরা হলো।

হাটহাজারী : বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা

বিগত ১ লা অক্টোবর ২০১৯ তারিখে 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস' উপলক্ষ্যে হাটহাজারী পৌরসভার অধীন হাটহাজারী ইউনিয়নে প্রবীণ সদস্যদের নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। 'বয়সের সমতার পথে যাত্রা' শীর্ষক এই আলোচনা সভার মূল বক্তা ছিলেন আইডিএফ এর উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ নিজাম উদ্দীন। সভায় স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিগণসহ আইডিএফ এর কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীগণ একটি ব্যানার নিয়ে স্থানীয় এলাকায় পরিভ্রমণ করেন।

কধুরখীল : স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনা

গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে কধুরখীল ইউনিয়নে প্রবীণ কর্মসূচির আওতায় একটি স্বাস্থ্যক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। এটি আয়োজন করা হয় স্থানীয় সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে। এতে স্থানীয় এলাকার প্রবীণ পুরুষ ও নারী সদস্যগণ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন। এটি পরিচালনা করেন প্যারামেডিক্স সবুজ মৃধা। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, এক প্রবীণ দম্পতি স্বাস্থ্য সেবা নিচ্ছেন প্যারামেডিক্সের কাছ থেকে।

কধুরখীল : পরিপোষক ভাতা প্রদান

চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার ১ নং কধুরখীল ইউনিয়ন এ আইডিএফ পরিচালিত "প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম" এর আওতায় ১০০ জন সম্মানিত প্রবীণদের গত ৬ ই নভেম্বর ২০১৯ তারিখে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হয়। এতে প্রত্যেক প্রবীণ সদস্যকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ৩ মাসের জন্য ১৫০০ টাকা ভাতা প্রদান করা হয়। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব শফিউল আজম শেফু, আইডিএফ এর ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর জনাব সুদর্শন বড়ুয়া এবং অন্যান্য গণ্যমান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

একই ধরণের অন্য একটি অনুষ্ঠানে আরও ১০০ জন সম্মানিত প্রবীণকে রাউজান উপজেলার কদলপুর ইউনিয়নে পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হয়। এটি বিতরণ করেন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব তসলিম উদ্দীন চৌধুরী। ত্রাণ বিতরণের পূর্বে প্রবীণ কর্মসূচিতে ভাতা ও সহায়ক সামগ্রী বিতরণ নিয়ে একটি আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়।

কধুরখীল : শীতবস্ত্র বিতরণ

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য শীতকালীন বস্ত্র বিতরণের একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে একটি আলোচনা সভা ও অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় যেখানে আইডিএফ- পিকেএসএফ সমন্বয়ে গঠিত কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। ছবিতে কধুরখীল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব শফিউল আজম শেফুকে আলোচনায় অংশগ্রহণ ও শীতবস্ত্র সামগ্রী বিতরণ করতে দেখা যাচ্ছে।

আইডিএফ সাধারণ পর্ষদ সদস্য নুরুল আলম চৌধুরীর বই "এইসব অনুভব"

বাংলাদেশের প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য, দেশের মানুষের খেটে খাওয়া জীবনযাত্রার নানা পদ্ধতি, চারিদিকে উন্নয়নের বহ ল কর্মকান্ড - এমন অনেককিছুই তাঁর সুক্ষ পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু । যা দেখেন আর অনুভব করেন তাই কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলেন আর পোষ্ট করেন ফেসবুকের পাতায়। গত তিন চার বছর যাবত পোষ্ট দেওয়া এমনই কিছু সংখ্যক লেখা একত্রিত করে জুলাই ২০১৯ সালে " এইসব অনুভব" নামে প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ করেন সংস্কৃতিমনা এবং সাহিত্যানুরাগী জনাব নুরুল আলম চৌধুরী। তিনি আমাদের আইডিএফ এর একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার রুপকানিয়ার শাম চৌধুরী বাড়ীতে তাঁর জন্ম ১৯৫ ১ সালে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর। তিনি কিছুকাল ব্যাংকে চাকুরী করেন। বর্তমানে অসুস্থ অবস্থায়ও সাহিত্য চর্চা করে চলেছেন পুরোদমে। তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনা করি এবং ভবিষ্যতে আরো গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় থাকি। তাঁর বই থেকে দুইটি আর্টিকেল নিয়ে আমাদের এই পুস্তক পর্যালোচনা।

সাধারণ মানুষের দেশপ্রেম

তখন বিকেল। সুন্দর দৃশ্য উপভোগ এবং তরতাজা বাতাস সেবন করে শরীর ও মনে একটা ফ্রেশ অনুভূতি আনার উদ্দেশ্যে হালিশহর বড়পুল থেকে চল্লিশ টাকা দুরত্বের রিক্সায় উঠলাম। গন্তব্যের নাম সাগরপাড়। চলতে চলতে জানলাম ওর নাম জয়নাল। বাড়ি অংপুর, মানে রংপুর। বহু বছর চাঁটগায়। মেসে থাকে। সকালে ভাত খায়। আর খায় রাত্রে। দিনের বেলা এখানে সেখানে এটা সেটা খেয়ে নেয়। পনের ষোল হাজার টাকা আয় হয় মাসে। দশ হাজারের মতো বাড়িতে পাঠায়। দেশেও কিছু জমিজমা আছে। এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়ে ইন্টারমিডিয়েট পড়ে। ছেলে নাইনে। গল্প করতে করতে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল ওর সাথে। সাগরের কাছাকাছি, যেখানে বিশ ফুটের মতো বেড়িবাধ ছিল ক'দিন আগে, সেখানে দেখি এলাহি কারবার। দেখি, বড় বড় ট্রাক এবং ট্রাকটরের আনাগোনা। বিশাল চওড়া রাস্তা বানানোর কাজ চলছে। শুনেছি, পতেঙ্গা থেকে আট লেইন রাস্তা চলে যাবে অনেক দূরে। কাজ শেষ হলে কী অপূর্ব হয়ে উঠবে রাস্তা এবং আশপাশ মুগ্ধ হয়ে মানষ চোখে দেখতে পেলাম যেন।

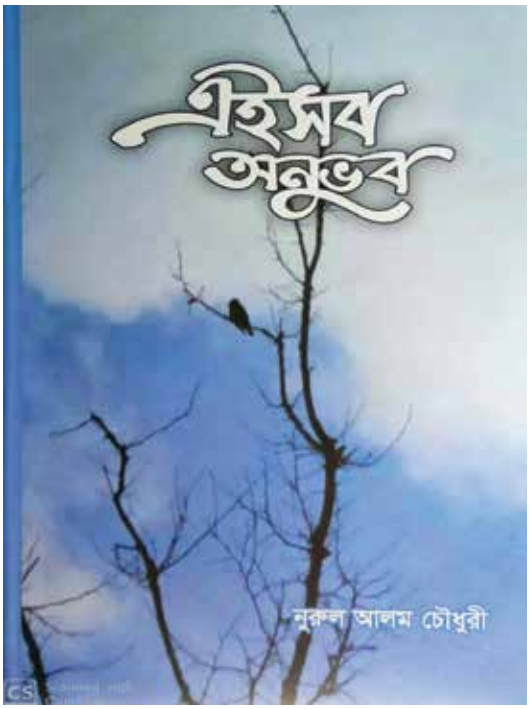

'আমার দেশের অনেক উন্নয়ন হচ্ছে স্যার', কথাটা বলার সময় রিক্সাওয়ালার দারিদ্র্য পীড়িত চোখে এক উজ্জ্বল আভা ফুটে উঠলো যেন দেখতে পেলাম আমি। কর্ণফুলি টানেল হবে, বাংলাদেশের নিজস্ব টাকায় পদ্মা সেতু হবে ইত্যাদি খবরও জানে। 'দেশের যে উন্নতি হচ্ছে সেজন্য তুমি কি খুশি?' আমার এমন প্রশ্ন শুনে কিছুটা অবাক হল যেন ও। বললো- 'আমার দেশের উন্নতি হলে আমি খুশি হবনা, কি বলেন স্যার? দেশ ভাল থাকলে আমার সন্তানরা ভাল থাকবে, দেশ ভাল থাকলে ভাল থাকবে সবাই।' আমি দেখতে পেলাম আমার দেশের সাধারণ মানুষ গাঁ ঝাড়া দিয়েছে। তারা উন্নয়নমনস্ক হয়েছে। আমার মনে হল শরীর থেকে দারিদ্র্যের দাগ এবার মুছে ফেলবে দেশ। বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এবার আমার প্রিয় বাংলাদেশ। সাগরের এক ঝাপটা বাতাস এসে লাগল চোখে মুখে । উড়ে গেল বুকের ভেতরে লুকিয়ে থাকা হাহাকার। রিক্সাওয়ালা জয়নালের দৃঢ় প্রত্যয় এবং দেশপ্রেম ছুঁইয়ে গেল আমার প্রাণ।

অশিন

খুব সম্ভবত অশিন তার নাম। মেয়েটি জাপানি। মাঝ বয়সী অশিনের চেহারা তেমন আকর্ষণীয় নয়। বাংলাদেশের সাধারণ সেলোয়ার কামিজ পরনে ছিল তার। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে পিএইচডি করছে সে। এখানে এসেছে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তার অবস্থা দেখার জন্য। সেই সুবাদে আমার সাথে জানাশোনা। জানতে চেয়েছিলাম বাংলাদেশের কি কি ভালো লাগে? আগে খারাপটা বলি। সে একটু দুষ্টুমি করে বলেছিল।এই যে তুমি নয়টায় সময় দিয়ে দশ মিনিট দেরি করে এলে এটা খুব খারাপ লাগলো। জাপানে হলে কোন মেয়ে তোমাকে বিয়ে করতে চাইতো না। তোমাদের প্রায় সকলের এই বদ অভ্যাসটা আছে। ব্যাপারটা খুব খারাপ।

আবার হাসলো অশিন। বলল, এবার তাহলে ভালোটা বলি। প্রথম ভালো লাগে এ দেশের মানুষের আতিথেয়তা। ঘরে অভাব, তবুও অতিথি দেখলে চোখেমুখে আলো ফুটে উঠে। এমন আর কোথাও দেখিনি।আমি বললাম,আর?

আর হচ্ছে এ দেশের মাটির উর্বরতা।যেখানে সেখানে একটু খোড়াখুড়ি করে এক মুঠো বীজ আর দু'আজলা জল ছিটিয়ে দাও কদিন পরে দেখবে সবুজে সবুজে ভরে গেছে। অথচ জাপানে অংকুরের মুখ দেখবার জন্য কত বিজ্ঞান, কত প্রযুক্তি, কত আয়োজন, কত বিনিয়োগ তবু সবুজ দেখা দিতেই চায় না।

একজন বিদেশির প্রশংসা শুনে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে আমি বললাম, "আর দেখ, আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য কত উন্নত। এখানে শীতে শীত বেশি না, গরমে বেশি না গরম। শরৎ, হেমন্ত, বসন্ততো শুধু আরাম আর আরাম। আর আমাদের বর্ষা যেন সংগীত, যেন রূপকথা। বলে একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম। বললাম, একটু বাড়িয়ে বললাম তাইনা? "নিজের দেশ নিয়ে একটু প্রগলভ হলে অসুবিধা কি? তাছাড়া বাংলাদেশ যে একটি সবুজে সবুজে রূপেসে ভরা দেশ, সেটা তো সারা পৃথিবী জানে। আর যে উন্নয়নে এত কাল তোমরা পিছিয়ে ছিলে সে উন্নয়নের হাওয়াও এখন বাংলাদেশকে দোলা দিচ্ছে। অলস অলস মানুষ গুলো কী সুন্দর গা ঝাড়া দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তাই না?

আমি আনন্দিত হয়ে উঠলাম, বললাম,"হ্যাঁ, একটা উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা যে বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে ধান খেতের হাওয়ার মত সেটি সহজেই টের পাওয়া যায়।" এবং নব্বই এর দশক থেকে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাংলাদেশকে আত্মবিশ্বাসের উচ্চমাত্রায় নিয়ে গেছে এ কথাও সত্য। কিন্তু তবু বলতে হবে, সবে মাত্র শুরু হল। যেতে হবে আরো বহুদূর। অনেক সুদূর। (অসমাপ্ত)

এক নজরে আইডিএফ এর কতিপয় কর্মসূচির অগ্রগতি জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯

১. ঋণ কর্মসূচি

ঋণের ধরণ	বিতরণ	
	টাকা (কোটি)	%
বুনিয়াদ	২.১৬	০.৯৯
জাগরণ	৯১.৪৩	৪১.৮৫
অগ্রসর	৯৯.৭৪	৪৫.৬৬
সুফলন	২০.৮৬	৯.৫৫
অন্যান্য	৪.২৬	১.৯৫
মোট	২১৮.৪৫	১০০

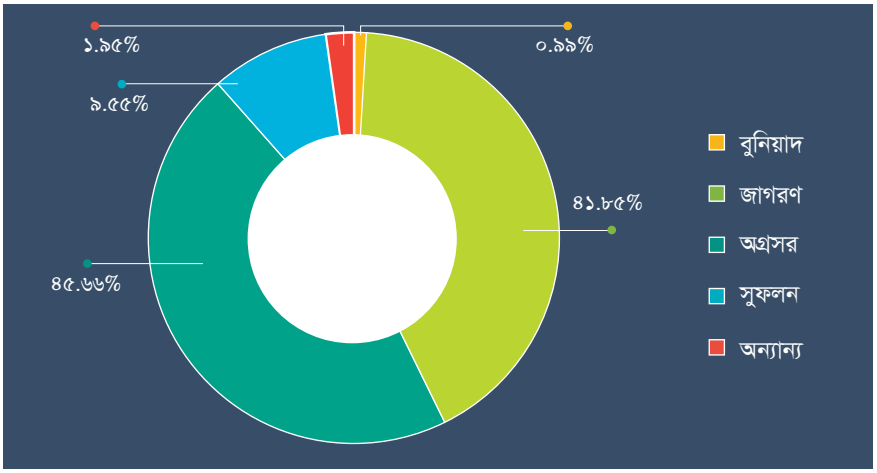

খ. সদস্য সংখ্যা

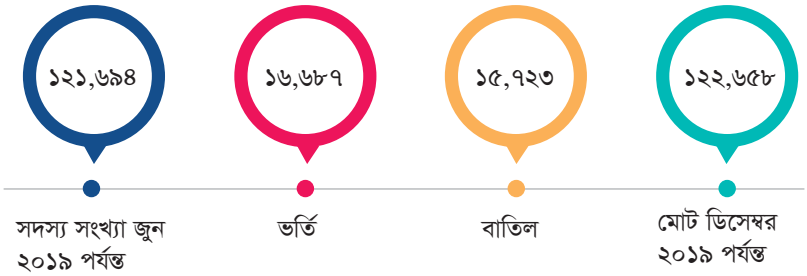

বিবরণ	সংখ্যা
সদস্য সংখ্যা জুন ২০১৯ পর্যন্ত	১২১,৬৯৪
ভর্তি	১৬,৬৮৭
বাতিল	১৫,৭২৩
মোট ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত	১২২,৬৫৮

২. সোলার কর্মসূচি

বিবরণ	সংখ্যা	%
সোলার হোম সিস্টেম	৫,৪৯৬	৭৮.৫
স্ট্রিট লাইট	১,২৬৪	১৮.১
মিনি গ্রীড	২৩৮	৩.৪
মোট	৬,৯৯৮	১০০

৩. সদস্য সুরক্ষা কর্মসূচি

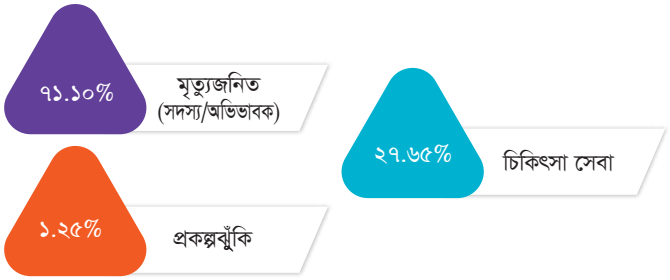

সুরক্ষাসমূহ	সুবিধাপ্রাপ্ত/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	%
মৃত্যুজনিত (সদস্য/অভিভাবক)	২৫৭	৯৬,০৮,৭৪৩	৭১.১০
চিকিৎসা সেবা	৮৩১০	৩৭,৩৭,১২৮	২৭.৬৫
প্রকল্পঝুঁকি	১২	১,৬৮,৭৪২	১.২৫
মোট	৮,৬১৯	১,৩৫,১৪,৬১৩	১০০

৪. স্বাস্থ্য কর্মসূচি

বিবরণ	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
স্ট্যাটিক ক্লিনিক	৪৩৮	২,১৩৬
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	৮,৪৬৮	৯৪,৭৪০
কাউন্সিলিং সেশন	৮,৩৪১	৯৯,৩৯৮
বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ	১,৪৪৫ জন	৬,৪২৮৭৫ টাকা

বিবরণ	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
তিনটি হেলথ সেন্টারে অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য ক্যাম্প	-	-
গাইনী ক্যাম্প	১১	১,৩৮৯
চক্ষু ক্যাম্প	১	২০৪

বাড়ি: ২০, এভিনিউ: ০২, ব্লক: ডি, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ | ফোন: +৮৮০২-৫৫০৭৫৩৮০ | ওয়েব: www.idfbd.org